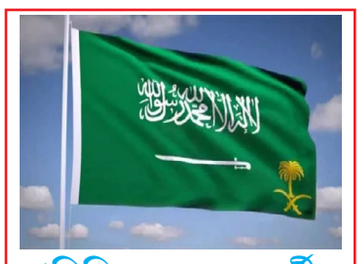

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতীক নিষিদ্ধ করল সৌদি আরব

সারে-জমিন

রাজনগরের দরগায় সম্প্রীতির নবান্ন উৎসবে হিন্দুরা

সম্প্রীতির বাতাবরণ ঠিক রাখার দায়িত্ব কি শুধু 'সংখ্যালঘুদের'

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ বিল মানা সম্ভব নয়: সিদ্দিকুল্লাহ

সাধারণ

সন্তোষ ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশকে গোলের মালা পরাল বাংলা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৯ নভেম্বর, ২০২৪
৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 312 ■ Daily APONZONE ■ 19 November 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সাভারকরকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে কোর্টে তলব রাহুলকে

আপনজন ডেস্ক: হিন্দুত্ববাদী আইকন ভি ডি সাভারকরের নাতির দায়ের করা মানহানির মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে ২ ডিসেম্বর সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুনের একটি আদালত। সাত্যকি সাভারকর পুনের একটি আদালতে অভিযোগ দায়ের করে দাবি করেছিলেন, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে লন্ডনে তার ভাষণে রাহুল বলেছিলেন, সাভারকর একটি বইয়ে লিখেছিলেন যে তিনি ও তাঁর পাঁচ থেকে ছয়জন বন্ধু একবার একজন মুসলিম ব্যক্তিকে মারধর করেছিলেন এবং তিনি (সাভারকর) খুশি হয়েছিলেন। আবেদনে বলা হয়েছে, সাভারকর কোথাও এই লেখা লেখেননি। আদালত পুলিশকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছিল। গত ৪ অক্টোবর সাংসদ-বিধায়কের বিশেষ আদালত রাহুলকে ২৩ অক্টোবর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করে। তবে রাহুল তাতে হাজির হননি নোটিশ না পাওয়ায়।

আদিবাসী এলাকায় গিয়ে জনংযোগ বাড়াতে নির্দেশ বিধায়কদের

আদিবাসীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪ মন্ত্রীকে নিয়ে কমিটি মমতার

আপনজন ডেস্ক: আদিবাসীদের উন্নয়ন ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখতে সোমবার নবান্নে বিশেষ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চার মন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। প্রশাসন আদিবাসীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ পেয়েছে যে তারা জাতিগত শংসাপত্র পেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যখন তাদের জমি অসাধু লোকেরা দখল করে নিয়েছে।

রাজ্য আদিবাসী উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই প্যানেলে রয়েছেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও উপজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বুলু চিক বারাইক, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পরিষদের প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সন্ধ্যা রানী টুডু, খাদ্য ও সরবরাহ প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি এবং বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। এই কমিটি আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা, অভাব অভিযোগের কথা শুনবে।

সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীদের আদিবাসীদের বাসভবন পরিদর্শন এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও উন্নত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কমিটির সদস্যদের আদিবাসীদের জমি জোর করে জবরদখলের বিষয়টির দিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছিল এবং কেউ যাতে এটি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। আদিবাসীদের উন্নয়ন যাতে কোনও কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়, তা খতিয়ে দেখারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে জঙ্গলমহল ও সুন্দরবন এলাকা হোম স্টে তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। তাই বৈঠকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে হোমস্টে স্থাপন করার বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

আলোচনায় উঠে আসে, সেখানে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে বাইরে থেকে লোকেরা এসে হোম স্টে তৈরি করছেন। তাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের তেমন কোনও লাভ হচ্ছে না। তাই যেসমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ হোম স্টে তৈরি করতে ইচ্ছুক, তাদের সরকারি অনুদান দিয়ে সাহায্য করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। পর্যটনের পাশাপাশি আদিবাসীদের জনজীবনে তাদের খাদ্যাভ্যাস ও নিজস্ব আদিবাসী সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য তা যাতে আদিবাসী সমাজে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারে তার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। জানা গেছে, রাজ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় ৪০টি জনগোষ্ঠী আছে। তাদের সবাইয়ের কথা মাথায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা করবে রাজ্য সরকার। যদিও ইতিমধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। নবান্নে সূত্রে খবর মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন, এর আগে আদিবাষী উন্নয়ন যে যে বৈঠক হয়েছিল তাতে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির তরফে যে সমস্ত দাবির কথা জানানো হয়েছিল, তার প্রায় সিংহভাগই রাজ্য সরকারের তরফে পূরণ করা হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে রাজ্যে যে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না সে কথা তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য না পেলেও রাজ্যের আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকারের দরজা সব সময় খোলা রয়েছে। বিভিন্ন আদিবাসী মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছনোর লক্ষ্যে আদিবাসী এলাকাগুলিতে তৃণমূল বিধায়কদের আরও সক্রিয় করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শাসক দল সেভাবে ভোট পায়নি। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভার আগে তাই আদিবাসীদের মন পেতে মমতা বিশেষ উদ্যোগ নিতে শুরু করেছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে এদিনের বৈঠকে রাজ্য সরকারের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিজেপির আদিবাসী সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিজেপি নেতা দশরথ মুর্মুকে। তারা অবশ্য বৈঠকে অংশ নেননি।

অবশেষে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাক পরিদর্শন আজ থেকে

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাক পরিদর্শন শুরু হচ্ছে। ন্যাক একটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি দেয়। ন্যাক ১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর থেকে ন্যাক ইউজি স্বীকৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করে তাদের মূল্যায়ণ করে মান নির্ধারণ করে। কাকতলীয়ভাবে বাম আমলে তৎকালীন রাজ্যের যে সংখ্যালঘু মন্ত্রী আবদুস সাত্তারের হাত ধরে ২০০৭ সালে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। সেই আবদুস সাত্তার এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মুখ্য উপদেষ্টা। এই নতুন পদে তার আসীন হতে না হতেই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম ন্যাক পরিদর্শন হতে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত তিনি।

উল্লেখ্য, ন্যাক বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার মান, অবকাঠামো, শাসন এবং সামগ্রিক কর্ম ক্ষমতা মূল্যায়ন করে। এছাড়া পাঠ্যক্রমের কভারেজ, শিক্ষণ-শেখার প্রক্রিয়া, অনুষদ, গবেষণা, অবকাঠামো, শেখার সংস্থান, সংগঠন, প্রশাসন, আর্থিক কল্যাণ এবং সর্বোপরি

শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষেবাও খতিয়ে দেখে। শিক্ষাদান, শিক্ষা, গবেষণা লক্ষ্য ছাড়াও একটি গ্রেড বা স্বীকৃতি প্রদানকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে যে কোন প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভাবে লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হয়। পরিদর্শনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব, কর্ম ক্ষমতা পরিমাপ করা এবং সমস্ত নথিভুক্ত করে জবাবদিহি করা হয়। ছাত্রছাত্রী ও তাদের পিতা-মাতাদের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলছে তা দেখাও হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের কোন ঘাটতি হচ্ছে কিনা দেখা হয়। এই পরিদর্শনে বিশেষজ্ঞরা অনুষদ, শিক্ষার্থী এবং প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে পর্যালোচনার পর সুবিধাগুলি খতিয়ে দেখে তাদের গঠনের প্রক্রিয়াগুলো মূল্যায়ন করে। ন্যাকের স্বীকৃতি প্রদান পাঁচ বছরের জন্য বৈধতা পায়। তাই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ন্যাক পরিদর্শন খুবই জরুরি ছিল। জানা গেছে, ন্যাক পরিদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সোমবার কলকাতায় পৌঁছন। সূত্রের খবর ন্যাকের এই প্রতিনিধি দলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছয়জন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। ন্যাক পরিদর্শন উপলক্ষে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতি নিয়ে একেবারেই তুঙ্গে। প্রস্তুত তাদের তিনটি ক্যাম্পাস নিউটাউন, পার্কসার্কাস ও তালতলা।

আলিয়া সূত্রে জানা গেছে, ন্যাক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তালতলায় হেরিটেজ ক্যাম্পাসে জাদুঘর তৈরি করা হচ্ছে এবং পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে মিডিয়া ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। তিনটি ক্যাম্পাসেই পরিকাঠামোর অনেক উন্নীতকরণ করা হয়েছে ন্যাক উপলক্ষে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

তামাক দ্রব্যের উপর বিশেষ অভিযান নলহাটিতে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: সিগারেট এবং অন্যান্য তামাক জাতীয় দ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রি এবং বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ এবং প্রকাশ্যে সেবন এব্যাপারে সচেতনতা অভিযান চালালো বীরভূম জেলা তামাক নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সোমবার বেলা ১টা নাগাদ সিগারেট এবং অন্যান্য তামাক জাতীয় দ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রি এবং সেবনের ব্যাপারে সচেতনতা অভিযান চালানো হয় নলহাটি শহরে। এদিন বীরভূম জেলা তামাক নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষ থেকে নলহাটী শহরের বেশ কয়েকটি চা ও পানের দোকানে অভিযান চালিয়ে নেশা জাতীয় দ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রির অপরাধে তাদের জরিমানা এবং সচেতন করতে দেখা যায়। একই ভাবে প্রকাশ্যে খোলা জায়গায় ধূমপান করার অপরাধেও বেশ কয়েক জনকে জরিমানা সহ সচেতন করা হয় বীরভূম জেলা তামাক নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষ থেকে।

জলায় উদ্ধার মহিলার দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জলা থেকে উদ্ধার হলো অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের ভূপতিপুর রায়পাড়ায় চাঞ্চল্য। সোমবার দুপুরে ওই মহিলাকে নগ্ন অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে ওই মহিলাকে প্রথম জলে ভেসে দেখেন। তিনি স্থানীয় শংকরহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে খবর দেন। পঞ্চায়েত অফিস থেকে জগৎবল্লভপুর থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সন্ধ্যে পর্যন্ত মৃতার কোনও পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয়দের আশঙ্কা, ওই মহিলাকে বাইরে থেকে খুন করে এখানে কেউ বা কারা ফেলে যেতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

নানা বিষয় নিয়ে ব্লক কংগ্রেসের ডেপুটেশন জলঙ্গি বিডিও অফিসে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লার নেতৃত্বে সোমবার বিকেলে কয়েকশো মহিলা ও পুরুষ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আবাস যোজনার সঠিক ইনকোয়ারি, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, বার্ধক্য ভাতা প্রদান, উর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্যে সহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে জলঙ্গি বিডিও সুব্রত মল্লিকের কাছে লিখিত ডেপুটেশন জমা দিলেন ব্লক কংগ্রেসের আটজনের একটি প্রতিনিধি দল। ডেপুটেশন শেষে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা জানান আমাদের ডেপুটেশন গ্রহণ করেছেন বিডিও সুব্রত মল্লিক পাশাপাশি আশ্বাস দিয়েছেন তাদের দাবিগুলো জেলা আধিকারিকদের কে জানানো হবে এবং তার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন বলে জানান ব্লক সভাপতি।
ব্লক সভাপতি আরো জানান আমাদের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে এদিনের ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। সঠিক উত্তর না পেলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামব সাধারণ মানুষের জন্য বলেও তিনি জানান।
এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, ব্লক কংগ্রেসের নেতা আব্দুর জব্বার, সহ দলীয় জনপ্রতিনিধি থেকে ব্লক ও অঞ্চকের সমস্ত নেতৃত্ব গণেরা।

কোটি টাকার তিন তলা বাড়ি থাকলেও নাম আবাসের তালিকায়!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: কয়েক কোটি টাকার তিনতলা বাড়ি, তাও নাম আবাসের প্রায়োরিটি তালিকায়। নাম কাটলেন ডিএম স্বয়ং। বাড়ির প্রয়োজন নেই এমনটাই জানিয়েছিলেন বাড়ির মালিক। তৃণমূলকে বদনাম করার জন্যে বিজেপি কর্মীরা নাম সরান নি পাল্টা অভিযোগ বাড়ি মালিকের। জানা গেছে,পান আড়তদারের প্রাসাদ প্রমাণ ৩ তালা বাড়ি। তা সত্ত্বেও আবাস যোজনার তালিকায় নাম ছিল তমলুকের গণপতি নগরের পান ব্যবসায়ী অভিজিৎ মন্ডলের। সুপার চেকিং এ ওই আবাস উপভোক্তার বাড়ি দেখে চমকে যান স্বয়ং জেলা শাসক। তমলুকের বিডি কে ওই উপভোক্তার নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন জেলাশাসক। তমলুকের জেলাশাসক অফিস থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে উত্তর সোনামুই পঞ্চায়েতের গণপতি নগরে বাড়ি অভিজিৎ মন্ডলের। পেশায় তিনি পানের আড়ৎদার। ২০১৮ সালে সার্ভের ভিত্তিতে অভিজিৎ বাবুর নাম আবাস তালিকায় যুক্ত হয়। অভিজিৎ মন্ডলের স্ত্রী এবং পুত্রবধূ জানান ২০১৮ সালে তাদের অবস্থা এখনকার মত ছিল না। তারা কুড়ে ঘরে বাস করতেন। তাই জন্য তারা আবাস যোজনার বাড়ির জন্য আবেদন করেছিলেন। ছ - বছরে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তারা পাকা বাড়ি বানাতে পেরেছেন, তারপরেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কর্মীরা এলে তাদেরকে বাড়ির প্রয়োজন নেই বলে জানানো হয়েছিল। তৃণমূলের তমলুক সংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মাইতি জানান ওই পান ব্যবসায়ী তৃণমূল কর্মী। অভিজিৎ মন্ডল বাড়ি প্রয়োজন নেই জানালেও পঞ্চায়েত কর্মীদের তারা নাম কাটেননি। তৃণমূলকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণ করার জন্য এমন নোংরা খেলে নেমেছে বিজেপি।

রাজনগরের দরগায় সম্প্রীতির নবান্ন উৎসব হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মানুষে মানুষে যখন বিভেদ লাগিয়ে বা ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে তখন মানুষকে আরও বিষিয়ে তোলে। সেই সমস্ত বিষয় এড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে নজির স্থাপন করে চলছে রাজনগর। সেরূপ রাজনগরে এক মুসলিম দরগায় নবান্ন উৎসব পালন করলেন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন। জানা যায় প্রতি বছরের মতো এবারও রাজনগরের কাদাকুলি গ্রাম সংলগ্ন মীর সাহেবের দরগাহ শরীফে সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে এবং প্রথা মেনে পহেলা অগ্রহায়ণ এখানে নবান্ন উৎসব পালন করে থাকে।এবছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। নতুন ধানের অন্ন যাহা 'নবান্ন' । প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী, ধান মাঠের ঈশান কোন থেকে আড়াই মুট ধান কেটে, তাতে গঙ্গাজল-সিঁদুর মাখিয়ে, ধূপ-ধুনো দিয়ে কাপড়ে মুড়ে মাথায় করে, পায়ে হেঁটে বাড়িতে আনা হয়। স্থানীয় ভাষায় যাকে 'মুট আনা' বলা হয়। সেই মুট বাড়িতে লক্ষীর থানে রেখে পুজো দিয়ে মুটের সেই ধান থেকে মিষ্টান্ন বানানো হয়। সেই মিষ্টান্ন মীর সাহেবের দরগায় নিয়ে গিয়ে প্রসাদ হিসেবে অর্পণ করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও এদিন মীর সাহেবের দরগায় এসে চাদর চড়ান ও শিন্নি দেন। রাজনগরের নিত্যানন্দ দত্ত, উত্তম দত্ত, সাধন সূত্রধর, দীপক দে, মফিজ আলী, ক্বারী আখতার রাজা, শওকত আলীরা একসাথে মিলেমিশে সম্প্রীতির নবান্ন পালন করেন। রামের সাথে রহিমকে এখানেই মিশতে দেখা গেল। পহেলা অগ্রহায়ণ মীর সাহেবের দরগা চত্বর এদিন সম্প্রীতির মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। রাজনগরের মালিপাড়ার দত্ত পরিবারের সদস্য নিত্যানন্দ দত্ত জানান প্রায় পাঁচশত বছর আগে বিনোদ দত্ত নামে তাদেরই এক পূর্বপুরুষের সময়ই মীর সাহেব কাদাকুলি ও মালিপাড়া গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় আসেন।
মীর সাহেব সুফি সাধক হিসেবে পরিচিত থাকায় সেসময় ওই এলাকার বহু মানুষ তার ভক্ত হয়ে পড়ে। মালিপাড়া গ্রামের বিনোদ দত্ত ও এই সুফি সাধকের ভক্ত হয়ে পড়েন এবং তিনি মীর সাহেবকে সেখানে বেশ কিছু জায়গা দান করেন। জনশ্রুতি, সে সময় মীর সাহেব এলাকার সাধারণ মানুষদের আর্থিক দুরাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম দিবস তৈরির চিন্তা ভাবনা শুরু করেন, এজন্য এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করতে থাকেন। মীর সাহেব ওই মসজিদ নির্মাণকারী মিস্ত্রি ও কর্মচারীদের বেতন দিতে থাকেন, যা ওই সময়ে রাজার অন্যান্য কর্মচারীদের দেওয়া বেতনের দ্বিগুণ বেতন দিতেন মীর সাহেব। মীর সাহেবের টাকার সূত্র কি? এটা নিয়ে সবাই ধন্ধে ছিলেন রাজা সহ। সন্দেহজনকভাবে রাজা তাকে সে সময় বন্দীও করেন। কিন্তু তারপরেও তার মসজিদ নির্মাণের কাজ থেমে থাকে নি। তিনি তার কর্মচারীদের বেতনও দিতে থাকেন। তার এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে রাজা তাকে মুক্তি দেন। দত্ত পরিবারের বিনোদ দত্তের কাছ থেকে তিনি নিজের সমাধি নির্মাণের জন্য মসজিদের পাশেই একটি ঢিবি জায়গা নেন এবং পরবর্তীতে সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।
এরপর বিনোদ দত্তের ওইখানেই একটি ধান জমি থেকে পায়েসান্ন তৈরি করে তার সমাধিতে অর্পণ করা হয় পয়লা অগ্রহায়ণ এবং তখন থেকেই এখানে নবান্ন উৎসব চলে আসছে বলে জানান নিত্যানন্দ দত্ত।
এই নবান্ন উৎসব ঘিরে এখানে ছোটখাটো একটি মেলা ও আয়োজিত হয়ে থাকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গ ইমারতে শরিয়ার সংবর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল ব্রাইট স্ট্রিটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার কলকাতার ৫৬ নম্বর ব্রাইট স্ট্রিটে কলকাতা জমিয়তে উলামার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ ইমারতে শরিয়ার এক সংবর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল।
উল্লেখ্য, জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ এর তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশের প্রতিটি রাজ্যে ইমারতে শরিয়া কায়েম হচ্ছে। সর্বভারতীয় স্তরে জমিয়তের দুই ধারা একযোগে এই মহৎ কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের এই রাজ্যেও জমিয়তের দুই ধারার কর্ণধার মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী এবং ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ সাহেবদ্বয়ের যৌথ উদ্যোগ ইমারতে শরিয়ার নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে উভয় জমিয়ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের একজন আমীরে শরীয়ত ও অন্য একজনকে নায়েবে আমীরে শরীয়ত নির্বাচন করা হয়েছে। আমীরে শরীয়ত নির্বাচিত হয়েছেন কলকাতা আলিয়া ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাওলানা মনজুর আলম কাসেমী। অপরদিকে নায়েবে আমীরে শরীয়ত নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট লেখক ও বাগ্মী জনাব গোলাম আহমাদ মোর্তজা রহ. প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুমের শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ হাজিবুদ্দীন খান কাসেমী। রবিবার নবনির্বাচিত আমীরে শরীয়ত ও নায়েবে আমীরে শরীয়তকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা রাজ্য জমিয়তের সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী, রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দিল্লি হতে আগত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আসজাদ মাদানি।

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের গ্রামে ইতিহাস মেলার সূচনা জেলাশাসক আয়েশার

এম এস ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুখ বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে ১৮ই নভেম্বর তার জন্মভূমি খণ্ডঘোষের ওয়ারী গ্রামে আয়োজিত হয় এক মহাসমারোহ। ঐতিহাসিক এই দিনে তার জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে একটি ইতিহাস মেলারও উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী।অনুষ্ঠানের শুরুতে আয়েশা রানী বিপ্লবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে তিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে "ফাঁসির ফান্দ" নামে একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। বজেলা শাসক বলেন, "বটুকেশ্বর দত্তের জীবন ও সংগ্রাম কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখলেই হবে না। তার চিন্তা-চেতনা এবং আত্মত্যাগের গল্প আমাদের প্রতিটি প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"জেলা শাসক স্থানীয় জনগণকে বৃক্ষরোপণ, প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ এবং একটি পরিবেশ বান্ধব সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। তিনি ওয়ারী গ্রামকে ইতিহাসে স্থান করে দেওয়ারও কথা বলেন ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিও সদর সাউথ বুদ্ধদেব পান। তিনি বলেন, "দক্ষিণ দামোদরের এই ভূমি কেবল বটুকেশ্বর দত্তের জন্মস্থান নয়, রাসবিহারী বসু এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতার মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের জন্মভূমিও।"অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর তথা প্রকল্প আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু মন্ডল বলেন, "পাঞ্জাবের হুসেনওয়ালি তে বিপ্লবী ভগত সিংয়ের পাশে বটুকেশ্বর দত্তের চিরশয্যা রয়েছেন। সেখানে আরো দুই স্বাধীনতার সংগ্রামী বীর বিপ্লবী রাজগুরু ও শুকদেবের সমাধি বিদ্যমান। তাদের আত্মত্যাগের গল্প আমাদের জন্য চিরকালীন অনুপ্রেরণা।"এই তিন দিনের ইতিহাস মেলা উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষের বিডিও অভিকুমার ব্যানার্জি, ওসি পঙ্কজ নস্কর, সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন, প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন, কৃষি বিজ্ঞানী দিলীপ চক্রবর্তীসহ বহু বিশিষ্ট অতিথি। বটুকেশ্বর দত্ত স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির তরফ থেকে মধুসূদন চন্দ্র এই অনুষ্ঠানের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজ্য সরকার প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে একটি মিউজিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাথী হাজরা এবং দক্ষিণ দামোদর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম।

অপমানের অভিযোগে বিচারকের বিরুদ্ধে, কর্মবিরতি আইনজীবীদের

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: বিচারকের বিরুদ্ধে সরকারি আইনজীবীকে অপমানের অভিযোগে প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবার আদালতে কর্মবিরতি আইনজীবীদের।
এরই জেরে সোমবার থেকে বন্ধ ডায়মন্ড হারবার সিভিল ও ক্রিমিনাল কোর্টের কাজ। জেরে সমস্যায় পড়েছে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতে আসা বিচার প্রার্থীরা। উল্লেখ এই ঘটনার সূত্রপাত হয়, গত ৬ নভেম্বর ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতে সুদীপ হালদার নামে এক আইনজীবীকে অপমান করেন এসিজেএম। ঘটনার পর সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত জেলা বিচারপতির কাছে অভিযোগও জানানো হয়। কিন্তু তারপর কেটে গিয়েছে বহু দিন। আইনজীবীদের দাবি এই বিষয়টি নিয়ে কোন সুরাহা না মেলায় আবার বিক্ষোভের পথে হাঁটলেন আইনজীবীরা। আজ আদালতের দেওয়ানি ও ফৌজদারি দুই বিভাগেই কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তাঁরা। আইনজীবীদের এই বিক্ষোভের জেরে সপ্তাহে শুরুর দিন বিচার প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও ব্যাহত হচ্ছে। এই বিষয় সুদীপ হালদার নামে ওই আইনজীবী বলেন, গত নভেম্বর মাসে ৬ তারিখে কোট চত্বরে গাড়ি পার্কিং করার কেন্দ্র করে মহামান্য বিচারপতি আমাকে অপমানজনক কথা বলেন। এই ঘটনা আমি খুব অপমানিত বোধ করেছি। সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে জেলার অতিরিক্ত বিচারপতির কাছে আমরা একটি অভিযোগ জানাই। তা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো রকম সুরা হয়নি। আমাদের আইনজীবী বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সপ্তাহের প্রথম দিনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় সমস্ত আইনজীবীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কর্মবিরতি পথে হাঁটার। বার অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ থেকে কর্মবিরতির ডাক দেয়া হয়। এই কর্ম বিরতিতে সামিল রয়েছে আমাদের বহু সহকর্মীরা।

বালুরঘাট সদর হাসপাতালে সফল জটিল অপারেশন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জটিল অস্ত্রোপচার করে সফল বালুরঘাট সদর হাসপাতাল। অন্তঃসত্ত্বা মায়ের জীবন ফিরিয়ে দিলেন চিকিৎসকরা। বালুরঘাট সদর হাসপাতালের ভূমিকায় খুশি ঐ রোগীর পরিবার।
জানা গিয়েছে, এদিন সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর এলাকার বাসিন্দা ববিতা বর্মন প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উচ্চমাত্রার খিচুনি সহ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে, চিকিৎসক ড. রঞ্জন কুমার মুস্তাফি এবং ড. নৃত্যরঞ্জন গায়েনের তত্ত্বাবধানে জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সদ্য জন্মানো শিশুটির জীবন রক্ষা করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অপারেশন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, কারণ রোগী অজ্ঞান হয়ে ভেন্টিলেটরে ছিলেন এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল প্রায় শতভাগ। বর্তমানে সদ্য জাত শিশুটির মা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর পরিবার চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
এবিষয়ে ড. মুস্তাফি জানান, এই ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন তাঁকে গর্বিত করেছে, এবং হাসপাতালের সুপার ড. কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগের সহযোগিতায় তিনি এই জটিল অস্ত্র প্রচার করতে সফল হয়েছেন।

ওয়াকফ নিয়ে ডেপুটেশন

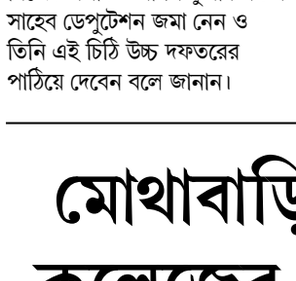

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ওয়াকফ বাঁচাও মঞ্চের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া স্টেশন আজ দুপুরে মিছিল করে উলুবেড়িয়াতে এসডিও অফিসে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন জমা দিলেন বেঙ্গল জাস্টিস ফোরামের চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা, সারদা তাজপুর হাই মাদ্রসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ, সমাজসেবী শেখ রফিকউদ্দীন, সাজিদ খাঁন, আনিসুদ্দিন মোল্লা, হাজি মঈনুদ্দিন মিদ্দে। এসডিও মানস কুমার মন্ডল সাহেব ডেপুটেশন জমা নেন ও তিনি এই চিঠি উচ্চ দফতরের পাঠিয়ে দেবেন বলে জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সুন্দরবনের দুই হরিণ শিকারী গ্রেফতার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: শীত পড়তেই সুন্দরবনে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। আর ঠিক এই সময়েই হরিন শিকারীকে গ্রেফতার করলো ভাগবতপুর বনদপ্তর এবং পাথর প্রতিমা থানা।দিনের পর দিন সুন্দরবনের ভাগবতপুর এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে হরিণ শিকার করে বেড়াচ্ছিল চোরা শিকারিরা। এমনই অভিযোগ ছিল বনদপ্তরের কাছে।রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ এবং ভাগবতপুর রেঞ্জের বনদপ্তরের কর্মীরা যৌথ অভিযান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দন পিড়ি এলাকার উদয় সরকার ও সুলেখা গিরি নামে দুজনকে গ্রেফতার করে।দুজনেরই বাড়ি নামখানার হরিপুর,সম্পর্কে দুই ভাই বোন।পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশের তাদেরকে বিরুদ্ধে চোরা শিকার সহ একাধিক কেসে সোমবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরে ধৃত সাত জন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কোতুলপুরে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা গ্রেপ্তার করা হলো ৭ জনাকে, অভিযুক্তদের তোলা হল বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে। বাঁকুড়া জেলা কোতুলপুর থানার বামুনারি মোর সংলগ্ন এলাকায় গতকাল একটি খড় বোঝাই ট্রাকে হাই টেনশন তারে আগুন লেগে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল দুই থেকে আড়াই ঘন্টা হয়ে গেলেও দমকলের কোন ইঞ্জিন ঘটনা স্থলে এসে পৌঁছায়নি। তাই উত্তেজিত জনতা কোতুলপুর থানা পুলিশের দুটি গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ধাক্কা মারে কর্তব্যরত পুলিশদের। ঘটনার পরেই বাঁকুড়া জেলা পুলিশের বিশাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর কয়েকটি গ্রাম থেকে মোট সাতজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ অভিযুক্তদের তোলা হয় বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে কোতুলপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে।

মোথাবাড়িতে ডিগ্রি কলেজের দাবি উঠল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মোথাবাড়ি

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরে মোথাবাড়ী এলাকার সাধারণ মানুষ দাবি তুলে আসছেন "মোথাবাড়িতে ডিগ্রি কলেজ চাই"। আর এই দাবি জানিয়ে কখনও সভা তো কখনো রাস্তায় মিছিল ও ডেপুটেশন দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। এদিন সোমবার দেখা গেল কালিয়াচক-২ ব্লক ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে দুইদিনের ধর্না অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন।
মোথাবাড়িতে কলেজ স্থাপন ও আবাস যোজনার তালিকায় যাদের নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না এই দু'দফা দাবি জানিয়ে দলীয় ব্লক কংগ্রেস কার্যালয় থেকে মিছিল করে মোথাবাড়ী চৌরঙ্গী হয়ে বিডিও অফিসের সামনে ধর্ণা অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন দেখায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। এদিনের এই ধর্না অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দুলাল সেখ, জেলা পরিষদ সদস্য সায়েম চৌধুরী, ব্লক যুব সভাপতি আখতারুজ্জামান, ছাত্র পরিষদ নেতা আসিফ সেখ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দরা।

প্রথম নজর

১ হাজার মুসল্লিকে ফ্রি ওমরাহ করাবে সৌদি

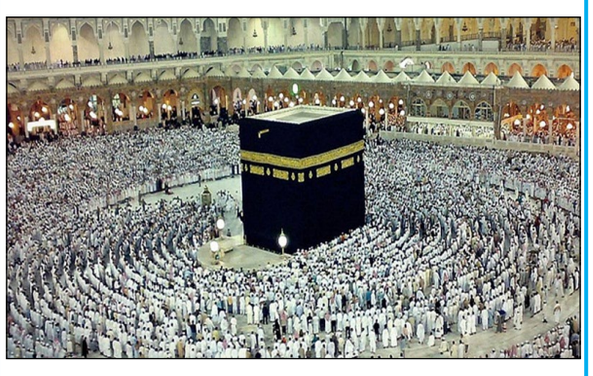

আপনজন ডেস্ক: এক মাসে এক হাজার মুসল্লিকে ফ্রি ওমরাহ করাবে সৌদি সরকার। তবে এই মুসল্লিদের তালিকাভুক্ত ৬৬টি দেশের নাগরিক হতে হবে। সুযোগ পাওয়া মুসল্লিদের ওমরাহর সম্পূর্ণ ব্যয় সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে।

সোমবার সৌদির বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ এ-সংক্রান্ত একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন।

দেশটির হজ এবং ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, মক্কার কাবা শরিফ, মদিনার মসজিদে নববি এবং সৌদি সরকারের অতিথি হিসেবে তারা ২০২৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই ওমরাহ পালন করতে পারবেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

ঐ বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, মনোনীত সব ওমরাহ যাত্রীকে এরই মধ্যে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের আহ্বান করা হবে।

সৌদির ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক মন্ত্রী এবং সরকারি এই কর্মসূচির সুপারভাইজার শেখ আবদুল লতিফ আল শেখ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ইসলামিক স্কলার, শেখ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্ক স্থাপনই এ উদ্যোগ বা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মুসল্লিকে অতিথি হিসেবে ওমরাহ করায় সৌদি সরকার।

যৌন হয়রানির অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ রেডিও উপস্থাপক গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় রেডিও উপস্থাপক এবং প্রাক্তন ওয়ালাবিস কোচ অ্যালেন জোনস যৌন হয়রানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার (১৮ নভেম্বর) নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের চাইল্ড অ্যাবিউজ স্কোয়াড তদন্তের অংশ হিসেবে তাকে সিডনির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ৭ জন পুরুষ এবং ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে।

এক বিবৃতিতে নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ বলেছে, শিশু নির্যাতন দমনে নিবেদিত একটি গোয়েন্দা দল সিডনির সার্কুলার কোয়ের সমুদ্রবন্দর সংলগ্ন বাড়ি থেকে অ্যালেন জোনসকে গ্রেফতার করে। ২০০১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নিপীড়ন ও যৌন স্পর্শের ঘটনাগুলোর অভিযোগ তদন্তে গত মার্চে একটি দল গঠন করা হয়েছিল। এর সাত মাস পর অ্যালেন জোনসকে গ্রেফতার করা হলো। এ সময় তার বাসা থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, হার্ডড্রাইভসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে।

২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে তার বিরুদ্ধে মোট ২৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি গুরুতর অশ্লীল হামলার অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগগুলির মধ্যে দুইটি সাধারণ হামলা ছাড়া বাকি সবই যৌন অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও জোনস বহুবার মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত জোনস এর আগে ২০২৩ সালে দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ড-এ প্রকাশিত এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন জোনসকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং অন্তত একজন তার কর্মী ছিলেন। অন্যরা তাকে প্রথমবার দেখা করার সময়ই অভিযোগ অনুযায়ী হামলার শিকার হন বলে জানান এনএসডব্লিউ পুলিশের মাইকেল ফিটজগারাল্ড। তবে জোনস শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন এবং ১৮ ডিসেম্বর আদালতে হাজির হবেন। অ্যালান জোনস ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত। সিডনির রেডিও স্টেশন ২জিবি ও ২ইউই এবং টেলিভিশন নেটওয়ার্ক স্কাই নিউজে বিভিন্ন জনপ্রিয় শো করেছেন অ্যালেন।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতীক নিষিদ্ধ করল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। এছাড়া বাণিজ্যিক বিষয়ে যে কোনো দেশের চিহ্ন ও লোগো এবং ধর্মীয় ও পবিত্র জিনিসের প্রতীক ব্যবহারও নিষিদ্ধ করেছে দেশটি। রোববার সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী ড. মাজেদ আল কাসাবি বলেছেন, এসব প্রতীকের পবিত্রতা রক্ষায় সৌদির যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেটির আলোকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নির্দেশনা বলা হয়েছে, জাতীয়, ধর্মীয় ও পবিত্র প্রতীক যে কোনো ধরনের প্রচার প্রচারণা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক বিষয়াবলীতে ব্যবহার করা যাবে না। যারা এ নির্দেশনা অমান্য করবে সৌদির আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অফিসিয়াল গ্যাজেটে নির্দেশনার বিষয়টি প্রকাশের ৯০ দিন পর তা কার্যকর করা হবে। এই ৯০ দিনের মধ্যে নির্দেশনা ভঙ্গকারীদের শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ যেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ধর্মীয় প্রতীক আছে তাদের সেগুলো পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হবে। সৌদির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, আগে থেকেই বাণিজ্যিক বিষয়াবলীতে সৌদির পতাকা ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে। এই পতকায় কালেমা খচিত আছে। এতে আরো আছে একটি পাম গাছ এবং দুটি তরবারির চিহ্ন। এ ছাড়া নতুন নির্দেশনায় সৌদির নেতাদের নাম ও ছবি প্রিন্ট করা জিনিস, অন্যান্য জিনিসপত্র, উপহার এবং প্রচারণামূলক বিষয়েও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে সৌদির রাজধানী রিয়াদে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে কাবার মতো দেখতে একটি জিনিস প্রদর্শন করা হয়। ওই মঞ্চে শিল্পিরা নাচ গান করছিলেন। এরকম একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। এরপরই সৌদির পক্ষ থেকে এমন নির্দেশনা এলো। তবে এই ঘটনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কিনা সেটি স্পষ্ট নয়।

মার্কিন মিসাইল দিয়ে রাশিয়ায় হামলা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন মিসাইল ব্যবহার করে ইউক্রেন যদি রুশ ভূখণ্ডে হামলা চালায় তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে বলে হুমকি দিয়েছেন রুশ আইনপ্রণেতা আন্দ্রেই ক্লিসাস।

রোববার মার্কিন দূরপাল্লার মিসাইল ব্যবহার করে ইউক্রেনকে রাশিয়ায় হামলার অনুমতি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় এমন হুমকি দিলেন রাশিয়ার এই নেতা।

ম্যাসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমারা উত্তেজনা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেখানে সকালের মধ্যে ইউক্রেন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে।

আন্দ্রেই ক্লিসাস জানিয়েছেন, ইউক্রেন যে-ই যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার মিসাইল দিয়ে রাশিয়ায় হামলা চালাবে তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা হামলা চালানো হবে। এক্ষেত্রে কোনো দেরি করা হবে না। তিনি বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে এটি বড় ধাপ।

গত সেপ্টেম্বরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানান, যদি পশ্চিমারা ইউক্রেনকে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের ভূখণ্ডে হামলা চালাতে দেয়, এটির অর্থ হবে পশ্চিমারা সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। পুতিন হুমকি দেন, এ ধরনের পদক্ষেপ চলমান যুদ্ধের প্রকৃতি এবং পরিধি বদলে দেবে। নতুন এ হুমকির বিরুদ্ধে রাশিয়া 'যথাযথ পদক্ষেপ' নেবে বলেও জানান তিনি।

সেপ্টেম্বরেই পুতিন জানান, পারমাণবিক শক্তিসমৃদ্ধ কোনও দেশের মিসাইল দিয়ে ইউক্রেন যদি রাশিয়ায় হামলা চালায় তাহলে রাশিয়া তাদের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। এখন ইউক্রেন যদি মার্কিন মিসাইল ব্যবহার করে হামলা চালায় তাহলে রাশিয়া কী পদক্ষেপ নেয় সেটি এখন দেখার বিষয়।

জমজম কূপের জল পানে নতুন নির্দেশনা সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব নতুন নির্দেশনা দিয়েছে কাবা ও মসজিদে নববীতে রাখা জমজম কূপের জল পানের জন্য। হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পবিত্র এই জল পান করার সময় মুসল্লিদের মধ্যে শান্তি ও ধৈর্য বজায় রাখতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় জানায়, জমজমের পানি পান করার সময় মুসল্লিদের অবশ্যই আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হবে, ডান হাতে পানি পান করতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। এছাড়া পানি পান করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পানি ছড়িয়ে না পড়ে এবং ট্যাপ ছেড়ে অযু না করা হয়। মন্ত্রণালয় আরো বলেছে, পানি পানের পর ব্যবহৃত কাপগুলো নির্দিষ্ট স্থানে রাখার জন্য মুসল্লিদের অনুরোধ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ঠেলাঠেলি থেকে বিরত থাকতে, ভিড় এড়িয়ে চলতে এবং ভদ্রতা বজায় রাখারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইসরায়েলে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের হাতে বন্দি থাকা অবশিষ্ট জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে বিক্ষোভ করেছেন জিম্মিদের আত্মীয়-পরিজনসহ হাজার হাজার মানুষ। শনিবার দেশটির বাণিজ্যিক রাজধানী তেল আবিব, বন্দরনগর হাইফা, কারকুরসহ বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমগুলো। মিছিলে অংশ নেয়া এক জিম্মির আত্মীয় ইসরায়েলের দৈনিক ইয়েদিওথ আহরনোথকে বলেন, 'যে সরকার তার নাগরিকদের হামাসের সুড়ঙ্গে মরার জন্য পাঠায়, তাদের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। এখন যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলছে, কিন্তু আমাদের নাগরিকরা যেখানে হামাসের সুড়ঙ্গগুলোতে মৃত্যুর মুখে রয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে কীভাবে যুদ্ধবিরতি সম্ভব? তারা (সরকার) এখন জিম্মিদের কথা ভুলে গেছে এবং নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বিভিন্ন অজুহাত দিচ্ছে।' সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল ইস্যুতে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা করে গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা, সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় ২৪২ জনকে। তারপর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। আইডিএফের অভিযোনে গাজায় এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন প্রায় ৪৪ হাজার মানুষ, আহত হয়েছেন আরো লক্ষাধিক। এই সংঘাতের শুরু থেকে মধ্যস্থতার ভূমিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসর। এই তিন দেশের কূটনৈতিক তৎপরতায় গত বছর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এক অস্থায়ী বিরতিতে ১০৭ জন জিম্মি মুক্তি পেয়েছেন। তবে তারপর থেকে এখন পর্যন্ত অল্প কয়েকজন ব্যতীত আর কোনো জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। এদিকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর তীব্র অভিযানে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির পাশাপাশি অন্তত ৩০ জন জিম্মি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েল যদি গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে অবশিষ্ট সব জিম্মিকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কিছুতেই গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের পক্ষে নন। ফলে জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারটিও ঝুলে আছে।

আবারো শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী হলেন হরিণী আমারাসুরিয়া

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলংকার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হরিণী আমারাসুরিয়াকে পুনরায় নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমার দিশানায়েকে। সোমবার (১৮ নভেম্বর) তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। শ্রীলংকার ইতিহাসে তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন আমারাসুরিয়া। তিনি চার বছর আগে প্রথম সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। শ্রীলংকার সাধারণ নির্বাচনে ২২৯ আসনের মধ্যে অনূঢ়ার বামপন্থী জোট ১৫৯টি আসন পেয়েছে।

দিশানায়েকে তার সরকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রবীণ বিধায়ক বিজিথা হেরাথকে নিয়োগ দিয়েছেন। সোমবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দিশানায়েকে নতুন কোনো অর্থমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেননি। তবে তিনি জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হওয়ার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তিনি নিজে যেভাবে পরিচালনা করেছেন সেভাবেই পরিচালনা করবেন। শ্রীলংকার রাজনীতিতে বছরের পর বছর ধরে পারিবারিক আধিপত্য চলছে। তবে গত সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দিশানায়েকে জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই আধিপত্যের অবসান হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে দিশানায়েকে প্রধানমন্ত্রী পদে আমারাসুরিয়াকে নির্বাচিত করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন হেরাথকে। নতুন সরকারে তিনি তাদেরকেই পুনর্বহাল করেন। সেপ্টেম্বরে অনূঢ়া যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন দেশটির পার্লামেন্টে তার নির্বাচনী জোট এনপিপির আসন ছিল মাত্র তিনটি। পার্লামেন্টে নিজ জোটের আসন সংখ্যা বাড়াতে তিনি আগাম নির্বাচন দেন। এখন তার জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কখনো ভাবিনি নারীদের অধিকার এত সহজে হারিয়ে যাবে: মালালা

আপনজন ডেস্ক: নারী অধিকারকর্মী মালালা ইউসুফজাই, যিনি ২০১২ সালে তালেবান বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে নারী অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম করছেন, বর্তমানে আফগানিস্তানে নারীদের সংগ্রামের পক্ষে তার কণ্ঠস্বর তুলে ধরছেন। পুনরায় তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসার পর নারীদের অধিকারের প্রতি যে দ্রুত অবক্ষয় ঘটেছে তা দেখে মালালা হতাশ হয়েছেন। ২০২১ সালে, তালেবান আফগানিস্তানে পুনরায় ক্ষমতা দখল করে এবং পশ্চিমা দেশগুলো তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর থেকে নারীদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তাদেরকে বোরকা পরা বাধ্যতামূলক সহ পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মালালা বলেন, "আমি কখনো ভাবিনি নারীদের অধিকার এত সহজে হারিয়ে যাবে। " তিনি আরও বলেন, "অনেক মেয়েই এখন হতাশ, তাদের সামনে কোনো আশা নেই, ভবিষ্যত তাদের জন্য অন্ধকার হয়ে উঠেছে। "জাতিসংঘ বলছে, তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর আফগানিস্তানে এক মিলিয়নেরও বেশি মেয়ে স্কুলে যেতে পারছে না, এবং ২০২২ সালে প্রায় ১০০, ০০০ মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে দেয়া হয়নি। মালালা বর্তমানে "ব্রেড অ্যান্ড রোজেস" নামে একটি চলচ্চিত্রের প্রযোজক, যা তিনজন আফগান নারীর জীবন ও তাদের অধিকার হারানোর কাহিনী তুলে ধরে। এই চলচ্চিত্রে জাহরা, একজন ডেন্টিস্ট যিনি তার পেশা ছেড়ে দিয়েছেন ও সীমান্তে পালিয়ে গিয়েছেন, এবং সরকারী কর্মী শরীফা, যিনি তার চাকরি এবং স্বাধীনতা হারিয়েছেন, তাদের গল্প দেখানো হয়েছে। চলচ্চিত্রটির পরিচালক সাহরা মানি বলেন, "এটি একটি জাতির গল্প, যেখানে ধীরে ধীরে সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। "চলচ্চিত্রের শিরোনাম "ব্রেড অ্যান্ড রোজেস" আফগান একটি প্রবাদ থেকে এসেছে, যেখানে "রুটি" স্বাধীনতার প্রতীক। আফগান নারীদের জন্য সঠিক ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চলচ্চিত্রটি ২২ নভেম্বর থেকে অ্যাপল টিভি+ তে স্ট্রিম হবে এবং বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার রক্ষায় আরও চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে এটি দেখানো হবে। মালালা বলেন, "যত কঠিনই হোক, আফগান নারীরা তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

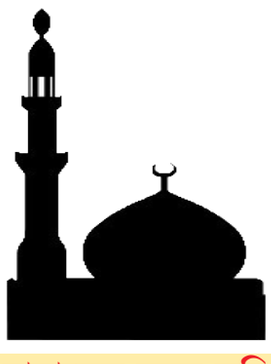

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৮	৫.৫২
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

যুক্তরাষ্ট্রে গোলাগুলিতে নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে গোলাগুলিতে দুই জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। রোববার এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ বিভাগ। রোববার সন্ধ্যায় এক নিউজ কনফারেন্সে পুলিশ সুপার অ্যানে কির্কপ্রাট্রিক বলেন, সেখানে দুটি পৃথক ঘটনা ঘটে। দুটি পৃথক শুটিং ইভেন্ট ছিল। ৪৫ মিনিটের ব্যবধানে সেখানে দুটি গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। তিনি আরো বলেন, এ সময় হঠাৎ করে বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে এক বন্দুকধারী গাড়ি নিয়ে এসে ভিড়ের মধ্যে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়।

রাশিয়া ও ইরানের ওপর ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞা জারি

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়া ও ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাজ্য। সোমবার (১৮ নভেম্বর) দেশটির সরকারি হালনাগাদ তথ্যে বিষয়টি জানানো হয়।

এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ইরানি একটি এয়ারলাইন ও শিপিং গ্রুপ এবং রাশিয়ান জাহাজ পোর্ট ওল্যা-৩-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাজ্য।

২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়ার ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে পশ্চিমারা। এই নিষেধাজ্ঞা মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়াকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ও এর অর্থনীতিকে ঘায়েল করতেই এই মিশন। তবে শুধু রাশিয়া নয়, মস্কোকে সহায়তার অভিযোগে আরো বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ওপর সমান তালে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে তারা। এই তালিকায় শত্রু ও মিত্র—সব দেশের নামই যুক্ত হচ্ছে। যেমন চীন ও ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানির ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। রাশিয়া ও এর মিত্রদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা ইউক্রেনকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে আসছে। তবে এবারের যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় মার্কিন ও পশ্চিমা সহায়তা নিয়ে কিয়েভে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

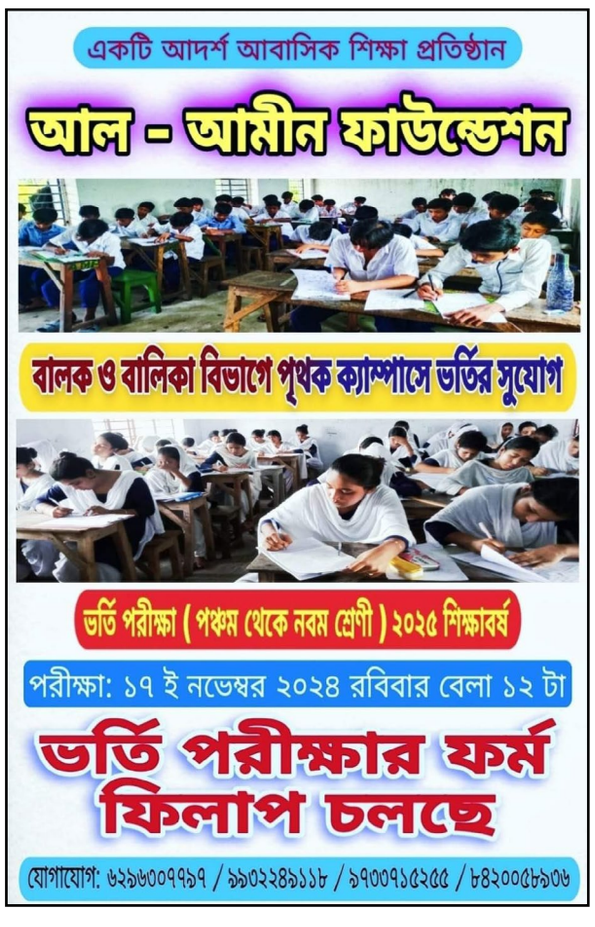

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩১২ সংখ্যা, ৪ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

পাখি ঘরে ফেরে

কবি জীবনানন্দ দাশ তাহার পাখি কবিতার একাংশে লিখিয়াছেন 'এই পাখি–এতটুকু–তবু সব শিখেছে সে–এ এক বিস্ময়...।' পৃথিবীতে প্রায় ১২ হাজার প্রজাতির পাখি রহিয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশই পরিযায়ী। কিছু পাখি প্রতি বত্সর ২২ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়া চলিয়া যায় দূর দেশে। পরিযায়ী পাখি সাধারণত ৬০০ হইতে ১ হাজার ৩০০ মিটার উঁচু দিয়া উড়িয়া চলে দিনের পর দিন। ছোট পাখিদের গতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার। দিনরাতে এরা প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উড়িতে পারে। বড় পাখিরা ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত অনায়াসে উড়িতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল পাখি তাহাদের গন্তব্যস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে কখনো ব্যর্থ হয় না। সমুদ্রে নাবিক যেমন কম্পাস ব্যবহার করে, এই পাখিদের দেহেও সেই রকম বা তাহার চাইতেও উন্নত কিছু কৌশল রহিয়াছে সৃষ্টিগতভাবেই। দেখা গিয়াছে, পথ চিনাইতে অভিজ্ঞ পাখিরা ঝাঁকের সামনের দিকে থাকে। নূতনরা থাকে পিছনে। ধারণা করা হয়, পাখিরা উপকূলরেখা, পাহাড়শ্রেণি, নদী, সূর্য, চাঁদ, তারা ইত্যাদির মাধ্যমেই পথ খুঁজিয়া লয়। এমনকি যেই সকল পাখি একা ভ্রমণ করে তাহাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, জীবনে প্রথম বার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করিলেও তাহারা ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছাইয়া যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রই পাখিদের পথ চিনায়। হাউ ইটস লাইক টু বি আ বার্ড বইতে পক্ষিবিশারদ ডেভিড অ্যালেন সিবলে বলিয়াছেন, হয়তো নীল আকাশে রক্তিম রেখার ন্যায় চৌম্বকক্ষেত্রটি দেখিতে পায় পরিযায়ী পাখিরা। তাহার দাবি, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; কিন্তু পাখিরা তাহা বুঝিতে পারে।

পাখিরা বিস্ময়। বিস্ময় তাহাদের শরীরী গঠন, তাহাদের ভূগোলজ্ঞান, তাহার জীবনাচরণ। পাখিদের অভিজ্ঞতায় যেই বিশ্ব ধরা দেয়, তাহা অতি সমৃদ্ধ, অতি বিচিত্র। মানুষ যতগুলি রং দেখিতে পায়, পাখি দেখিতে পায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহারা অতিবেগুনি রশ্মি দেখিতে পায় বলিয়া তাহাদের বিশ্বের রং-রূপ আমাদের তুলনায় ভিন্ন। মানুষের চোখে যেই সকল পশুপক্ষী ধূসর, বিবর্ণ, পাখিদের চোখে তাহাদেরই কোনো কোনোটি দ্যুতিময়, বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল। মহান সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়ের এক ছোট্ট নিদর্শন এই বিচিত্র পক্ষীকুল; কিন্তু সেই বিস্ময়েরও শেষ থাকে। সুদূর সাইবেরিয়া হইতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়া যখন অনুকূল পরিবেশে আসে, কিংবা গ্রীষ্মের সময় উষ্ণতা হইতে বাঁচিতে চলিয়া যায় তুলনামূলক শীতলভূমিতে, এই সকল পাখি যেন পুরা বিশ্বকে তাহাদের দুইটি ডানার নিচে কবজা করিয়া ফেলে। সে যাহা চায়, তাহাই হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অকুল পাথার–কোনো কিছুই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা যেন সকল সূক্ষ্ম ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহাদের মস্তিষ্কে, স্নায়ুতন্ত্রে, ডানার বিস্তারে। তবে জীবনানন্দ দাশ তাহার ঐ 'পাখি' কবিতার অন্য অংশের দিকটিও প্রণিধানযোগ্য। লিখিয়াছেন–'সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয়;/ আশা নয়–সাধ নয়–প্রেম স্বপ্ন নয়/ চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়।'

এই পাখির ডানায় যেমন মহান সৃষ্টিকর্তার নিয়ামতের বিস্ময়ছাপ রহিয়াছে, তেমনিভাবে এই পাখিকেও নিজ ক্ষমতায় শত শত মাইল নির্বিঘ্নে উড়িবার পরও কখনো কোনো দুর্বিপাকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র অনুধাবনের ক্ষমতা, অতিবেগুনি রশ্মি দেখিতে পাইবার বিস্ময়কর দৃষ্টিশক্তি এবং সামান্য আহার নিদ্রার মধ্য দিয়া দিনের পর দিন রাতের পর রাত অকুল পাথার পাড়ি দিয়াছিল যেই দুটি ডানা–অজানা অচেনা দুর্বিপাকে হঠাত্ মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার সকল ক্ষমতা তিরোহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনির গল্পের মতো মৃত তোতাপাখির পেটের মধ্যে কাগুজেবিদ্যা যেমন খসখস গজগজ করিতেছিল, তেমনি বিস্ময়কর সকল কাণ্ডকারখানা ঘটানো পাখিটি যেন হঠাত্ দুর্বিপাকে মুখ থুবড়াইয়া পড়ে। তাহার ডানার পালকে আর কঙ্কালের মধ্যে যেন সৃষ্টিকর্তার দেওয়া সকল নিয়ামত আর ব্লেসিং যেন ঝোড়ো বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিতে থাকে। পাখিরা এই বার্তায় দেয় যে, সৃষ্টিকর্তার দেওয়া সকল ব্লেসিং কখনো না কখনো ফুরাইয়া যায়।

•••••••••••••

সম্প্রীতির বাতাবরণ ঠিক রাখার দায়িত্ব বর্তায় কি শুধু 'সংখ্যালঘুদের' উপরেই

কাওসার আলম ব্যাপারী

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার অপ্রীতিকর ঘটনা রাজ্যবাসীকে শংকিত করেছে। মুসলিমরা অন্তঃকরণ থেকে বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা। তারা একমাত্র তারই এবাদত করে। সেই মহান স্রষ্টার প্রতি অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ কোনো সৎ বিবেকবান মানুষ সহ্য করতে পারবেনা। যারা এ কাজটি সংঘটিত করেছে এবং যারা করতে সাহায্য করেছে তারাই মহা অপরাধী। এর জন্য অভিযোগের তীর ভারতবর্ষের একটি স্বঘোষিত সাম্প্রদায়িক অপশক্তির প্রতি। যদিও বিষয়টি এখনো তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যেখানে সেই সাম্প্রদায়িক অপশক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা খুবই কম সেখানে কি 'নির্দিষ্ট শক্তিশালী শক্তির' সহযোগিতা না পেয়ে এরকম কাজ ওরা করতে সাহস পাবে? হয়তোবা রাজনৈতিক নয়তোবা প্রশাসনিক 'অভয়' কোনো না কোনোভাবে পেয়ে এরকমটা করার দুঃসাহস পেয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন সরকারি ঘোষণা, বিভিন্ন সুবিধায় কারো জন্য ৫০০ কারো আবার জন্য ১০০০ বা কারো জন্য নিজস্ব ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে ভাতা প্রদান, কারো জন্য সরকারি কোষাগার থেকে। কখনো বা কোটি কোটি টাকা নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষদের ধর্ম পালনের জন্য দেওয়া হয়, কারো জন্য বছরে দুটি বড় বড় ধর্মীয় উৎসবে একদিনের ছুটি কোনমতেই ভিক্ষে দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাত বিভিন্ন কাজে পরিষ্কার।

এরপরেও কিছু স্বঘোষিত ধর্মীয় ঠিকাদার যারা নিজেদের নিজস্ব ধর্মের রাহাবার হিসেবে পরিচয় দেয় তারা উত্তর প্রদেশ,গুজরাট, উত্তরাখন্ড, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরায় নেক্কারজনক হিংস্রতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলেন কিন্তু এই বাংলায় একই রকম ঘটনা ঘটলে ভিজে বিড়াল হয়ে কম্বলের ভেতরে লুকিয়ে পড়েন। এখানে দরবারী গন্ধে পকেট হয়তোবা ফুলে ওঠে তাই। 'সংখ্যালঘুদের' ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে অপকৌশলী নিজস্ব রাজনৈতিক আঙ্গিনায় পরিণত করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত পরিচিত স্বঘোষিত সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মিটিং মিছিল করার সুযোগ পাচ্ছে বহাল তবিয়তে কিন্তু 'সংখ্যালঘুদের' পক্ষে কথা বলা রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে বাঁধা সৃষ্টি করছেন সেই স্বঘোষিত রাহাবারেরা।

'সংখ্যালঘুদের' জনপ্রতিনিধি হতে দেয়া হচ্ছে না এই বলে, তারা ভোটে দাঁড়ালে নাকি সাম্প্রদায়িক অপশক্তি এই বাংলায় এসে যাবে। তারা তো ক্ষমতায় আসেনি, তাহলে কেন সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ বারবার নষ্ট হচ্ছে? কেন সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ নষ্ট করার মূল কারিগরদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না? চরম সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা দেখানো সেই ব্যক্তি গুলোকে কেন বড় বড় জায়গায় 'এই' শাসন আমলে জায়গা হচ্ছে এই রাজ্যে? সাম্প্রদায়িক জামা গায়ে দিয়ে বড় বড় সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে জামা বদলিয়ে বড় নেতা বনে যাচ্ছে কেন? আর সংখ্যালঘুদের বেলায় বলা হয়, "আপনারা বড় নেতা হলে ওরা ভোট দেবে না"! আর এই বলে গলির সভাপতি সেক্রেটারি বানিয়ে রাখছেন। গলির সভাপতিরা এতটুকু পেয়ে নিজের পক্ষে কথা বলার লোকগুলোকে টুঁটি চেপে ধরছে।

ভোটের সময় চরম বিরোধিতা করে হারানোর সব রকম চেষ্টা করা ব্যক্তির বাড়িতে রাজ্যের শাসকের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী চা খেয়ে আসে উচ্চ মানের উপহার সহ, আর 'সংখ্যালঘুর রাহবারদের' বাড়িতে সামান্য একটি জেলা সভাপতির কিছু ফলমূল গেলে আপ্লুত ! আসলে বিরোধিতা বিরোধিতা খেলা খেলে 'সংখ্যালঘুদের' ভোট যন্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। ভোট আসলে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ভয় দেখিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার একটি সহজ কৌশল। সংখ্যালঘুদের বোকামি চরম থেকে চরম আকারে পৌঁছে গেছে। কোনটা তুলে ধরব কোনটা বাদ দেবো সেটাই কঠিন। যে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি নিজেদেরকে ঘোষণা দিয়ে জাহির করে, সেই সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে 'সংখ্যালঘুরা' আর্থিক সহযোগিতা দেয় বিভিন্ন ভাবে। সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'সংখ্যালঘুরা' নিজেদের বাচ্চাদের মোটা অংকের টাকা দিয়ে কথিত 'আদর্শ' মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেখানে স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক বিভেদ মূলক শিক্ষার বাতাবরণ রয়েছে, যে প্রতিষ্ঠানের টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ধ্বংসের জাল বোনা হচ্ছে তারপরেও নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহেলা করে ওখানে মানুষ গড়ার নামে অমানুষ গড়ে তুলার খপ্পরে 'সংখ্যালঘুদের' কথিত জ্ঞানীদের বিরাট অংশ।

সাম্প্রদায়িক অপশক্তিরা বারংবার সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ নষ্ট করবে আর 'সংখ্যালঘুদের' বার বার সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরির চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে। ওরা হুমকি দেবে, খুন করবে, গুম করবে , এবং নির্দিষ্ট সময়ে এসে জামা বদলে নেতা হয়ে ভোটে জিতে মন্ত্রিত্ব পাবে ! এ কেমন পলিটিক্স? নির্দিষ্টরা ভোট দিয়ে মসনদ টিকিয়ে রাখবে, ক্ষমতায় বসে শাসক নির্দিষ্টদের ভুলে যাবে এ কেমন সমতা? ঘটে যাওয়া ও চলমান বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ গুলো দেখলে মনে হয়, সম্প্রীতির বাতাবরণ ঠিক রাখার দায়িত্বটা যেন 'সংখ্যালঘুদের' উপরেই বর্তায়। সব দোষ যেন ঐ 'সংখ্যালঘু' হওয়াটাই!

**** মতামত লেখকের নিজস্ব লেখক: পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কোচবিহার জেলা সভাপতি , নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চ তথা নিপ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরামর্শ পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি, ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সভাপতি*

শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে অনূঢ়া সুনামি, বড় চ্যালেঞ্জ সামনে

মোহাম্মদ আইয়ুব

দুই মাস আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চমকপ্রদ জয়লাভ করেছেন অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে। সেই বিজয়ের পর ১৪ নভেম্বরের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের (এনপিপি) ব্যাপক দুই-তৃতীয়াংশ বিজয়ও কম চমকপ্রদ নয়। এই নির্বাচনে তামিল ও মুসলিম জনগণ এনপিপিকে যে অভূতপূর্ব সমর্থন দিয়েছে, তা-ই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

প্রথম নির্বাচনের অল্প পরেই দ্বিতীয় নির্বাচন হলে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তবু অনেকেই হিসাব-নিকাশ করে সংসদে এনপিপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। দৃশ্যত, এ কারণে তামিল ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের কৌশল নিয়েছিল দলটি। কিন্তু তাই বলে দলটি ১৫৯টি আসন পাবে, তা বোধ হয় কেউ ভাবেনি। তামিলদের প্রাণকেন্দ্র বলে বিবেচিত জাফনা উপদ্বীপের ভোটারদের মধ্যে এনপিপি প্রথম হলো। একইভাবে শ্রীলঙ্কা মুসলিম কংগ্রেস তাদের দুর্গ কালমুনাইতে এনপিপির কাছে পরাজিত হয়েছে। তামিল ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন করে হৃদয় পরিবর্তনটি বাইরের লোকদের কাছে বিভ্রান্তিকর। তবে এই দুটি সম্প্রদায়ের নেতারা সাধারণ নির্বাচনী প্রচারণার শেষের দিকে এমন একটি বিপদ আঁচ করেছিলেন। কিছু তামিল নেতা তাই তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, ব্যবস্থা বদলের যে আহ্বান দক্ষিণ জানাচ্ছে, তামিল জাতীয়তাবাদকে সেখানে বিলীন হতে দেবেন না। মুসলিম নেতারাও নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন, ব্যবস্থা পরিবর্তনের নামে মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেন নির্মূল হয়ে না যায়। এমনকি এনপিপির বিরুদ্ধে জাতিগত সংবেদনশীল মিথ্যা অভিযোগও ছড়ানো হয়েছিল। তবু দুটি সম্প্রদায় নেতাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সিংহলি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন ছিল পরিমাণগত। তবে সংখ্যালঘুদের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছে পরিমাণগত ও গুণগত উভয়ভাবেই। তামিল নেতাদের দাবি অনুযায়ী, ফেডারেল ব্যবস্থা প্রবর্তন, উত্তর ও পূর্ব প্রদেশের একীভূতকরণ এবং সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। তা সত্ত্বেও এনপিপির আহ্বান গ্রহণ করেছে তামিল জনগণ। এর আগে পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক আসন পেয়েছে একাধিক দল। কিন্তু কোনো দলই বর্তমান বিজয়ের জন্য জেভিপির মতো এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেনি। গত ছয় দশকে অনূঢ়ার দল জেভিপির প্রতিষ্ঠাতা নেতা রোহানা বিজয়বীরসহ প্রায় ৭০ হাজার মানুষ অতীতের দুটি সরকার পরিচালিত দুই রক্তক্ষয়ী দমন-পীড়নে প্রাণ দিয়েছেন। এ সপ্তাহে জেভিপি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে শাসনক্ষমতায় ফিরে এল। জেভিপি ১৯৯৪ সাল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছে কোনো সাফল্য ছাড়াই। তবে সাবেক প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে অনূঢ়ার জোট এনপিপির 'বিপ্লব' শুরু করার জন্য পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ায় অবদান রেখেছেন। তাঁর অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকট ডেকে আনে। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো এত দিন যেভাবে রাজনীতি করে এসেছে, জনগণ সেই ঐতিহ্যগত বন্ধন ভেঙে বের হয়ে আসে। ২০২২ সালের গণ-অভ্যুত্থানও এর জন্য সহায়ক ছিল। অবশেষে শ্রীলঙ্কার মানুষ জেভিপিতে একটি নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুঁজে পেয়েছে। এ সময়ের মধ্যে জেভিপি তার নীতিকাঠামোকে সমাজতন্ত্র থেকে সামাজিক গণতন্ত্রে পরিবর্তন করেছে। ব্যবস্থার বদল চায়–এমন কয়েক ডজন গ্রুপের সঙ্গে মিলে ২০১৯ সালে গঠন করে এনপিপি জোট। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই এই পরিবর্তন বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা উল্টো প্রশ্ন করেছেন, '৩ শতাংশের দল ৫০ শতাংশে পরিণত হবে কেমন করে?' তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নতুন রাজনৈতিক সম্ভাবনা ধরতেই পারেননি। গঠনের পর থেকে জেভিপি ৬০ বছর ধরে বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তবে এনপিপি নেতৃত্বের সামনে এখন তার চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। শ্রীলঙ্কা এখন এক দেউলিয়া দেশ। সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র হাড়ে-মজ্জায় দুর্নীতিগ্রস্ত। এই দেশকে এক করে প্রেসিডেন্ট অনূঢ়াকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে তাঁর আর তাঁর দলের ওপর আস্থা রাখা জনগণের। যত বড় বিজয়, প্রত্যাশার তত চাপ। এ এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক খেলা। *ডেইলি মিরর অনলাইন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত*

জনপ্রতিনিধিত্বের জায়গায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ ক্রমশ কমে আসছে!

তায়েদুল ইসলাম

একটি কথা জনমানসে বার বার উঠে আসে জনপ্রতিনিধিত্বের জায়গায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ ক্রমশ কমে আসছে। বিশেষ করে বিধায়ক ও সাংসদদের ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক কালে সে দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। দাবি উঠছে মুসলিম বিধায়ক ও সাংসদদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এ দাবির পিছনে যুক্তি হল মুসলিম বিধায়ক ও সাংসদদের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে বিধানসভা, লোকসভা এবং রাজ্য সভায় মুসলিম সমাজের সমস্যার কথা, তাদের আশা আকাঙ্খার কথা, বিভিন্ন দাবি দাওয়ার কথা তুলে ধরার নেতার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। দাবি উঠছে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব দল মিলিয়ে লোকসভা বা রাজ্য সভায় সাংসদের সংখ্যা খুবই কম। এখানে মুসলিম জনসংখ্যা কমবেশি মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধিত্ব হলে রাজ্যের ৪২ টি লোকসভার সাংসদের মধ্যে কম করে হলেও ১২ জন মুসলিম সাংসদ হওয়া দরকার। বিধানসভায় ২৯৪ জন বিধায়কের মধ্যে কম করে হলেও ৯৫ জন মুসলিম বিধায়ক হওয়া দরকার। এ দাবি রাজনৈতিক দল, নেতা, কর্মীদের মধ্যে গুরুত্ব না পেলেও জনমানসে জায়গা করে নিচ্ছে।

কিন্তু এ দাবি নিয়ে আলোচনা করার সময় দুটি বিষয় আলোচনার জোরালো দাবি রাখে। প্রথমটি হল,আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় কি ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার ব্যবস্থা আছে? এর উত্তর নিশ্চয় নাই। তা হলে উপায় কী? উপায় হল পৃথক নির্বাচক (seperate electorate) ব্যবস্থা চালু করা যা বৃটিশ ভারতে ছিল। ৪৭ পরবর্তী ভারতে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে এ পথ বন্ধ। দ্বিতীয় হল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচিত মুসলিম বিধায়ক বা সাংসদরা কি দলের নির্দেশের বাইরে গিয়ে মুসলিম সমাজের জন্য আলাদা করে কিছু বলতে পারেন? আমাদের বুঝতে হবে তাঁরা মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি নন। মুসলিম সমাজের

প্রতিনিধি হওয়ার জন্য ভোট চান না এবং মুসলিমরাও তাদের প্রতিনিধি তৈরি করার জন্য ভোট দেন না। তাঁরা তো নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং নির্বাচন এলাকার সমস্ত নির্বাচকের প্রতিনিধি। ভোটারও নিজ দলের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্যই ভোট দেন। তা ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলি নিজ দলের জনপ্রতিনিধিদের উপর কড়া নির্দেশ জারি করে রাখে দলের মতামত না নিয়ে কোন কথা না বলার জন্য। কেউ কোথাও একটু আধটু সাহস দেখালে দল তাঁকে তৎক্ষণাৎ ভর্ৎসনা করে। পরে বিভিন্ন ভাবে গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। এবং পরবর্তী নির্বাচনে আর টিকিট দেয় না। ফলে বিভিন্ন দলের জনপ্রতিনিধিরা নিজ সমাজের আশা আকাঙ্খার কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও বলার ঝুঁকি নেন না। ফলে বিভিন্ন দলে মুসলিম বিধায়ক ও সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে মুসলিম সমাজের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। চারপাশে খোঁজ নিলে অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কংগ্রেসের নেতা এ আর আনতুলে কেবলমাত্র এই দাবি তুলেছিলেন কারকারের মৃত্যুর আগে এক ঘন্টা পর্যন্ত তাঁকে কে কে ফোন করেছিলেন তা তাঁর ফোন কল তদন্ত করে দেখা হোক। এই অপরাধে তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। তা ছাড়াও অনেক জনপ্রতিনিধি বিশেষ করে কথিত বামপন্থীরা নিজেরাই মনে করেন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা করে কিছু বলা তাদের আদর্শ বিরোধী। মাত্র দুটো টাটকা উদাহরণ দিচ্ছি। জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা হলেন হাজী লুৎফল হক, সম্বল স্যান্যাল, জয়নাল আবেদিন, আইনজীবী, প্রণব মুখার্জি, অভিষেক মুখার্জি, খলিলুর রহমান। কে কতটুকু কাজ করেছেন জঙ্গীপুরে কান পাতলেই বোঝা যাবে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত স্তরে নেতা ও জনপ্রতিনিধির প্রায় সবটাই মুসলিম। এখন কি মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের আশানুরূপ উন্নয়ন হচ্ছে। এখন তো আগের চেয়েও দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, অব্যবস্থা ও বঞ্চনা বেশি। ফলে মুসলিম সমাজের আশানুরূপ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দলে মুসলিম বিধায়ক ও সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি কোন সমাধান নয়।

তা হলে সমাধান কী? আসলে কোন সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। মুল প্রশ্ন হল, মুসলিম সমাজের প্রতি কোন দলের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন। তাই মুসলিম সমাজের প্রতি যে দলের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক বা যে দল মুসলিম সমাজের স্বার্থে কাজ করে সেই দলের বিধায়ক ও সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে মুসলিম সমাজের জন্য কিছু ভাল আশা করা যায় তাদের ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক না কেন। আবার যে দলের দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজের প্রতি নেতিবাচক বা যে দল মুসলিম সমাজের উন্নয়নের বিষয়ে আন্তরিক নয় সে দলের বিধায়ক ও সাংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও লাভ নেই যদিওবা তাদের ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম হয়। এ রাজ্যে সিপিআইএম এবং তৃণমূল এর দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তা হলে পথ কী? পথ হল, বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা। এবং যে সব দল মুসলিম সমাজের জন্য কাজ করে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করা। বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় (FPTP) ছোট দলগুলোর প্রতিনিধি পাঠানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব(PR) ব্যবস্থা চালু করলে ছোট দলগুলোর পক্ষে প্রতিনিধি পাঠানো সহজ হবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

প্রথম নজর

রাসায়নিক সার ও কৃষি উপকরণের দাম হ্রাসের দাবি কিষাণ সংগঠনের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: 'সরকার বদল হলেও কৃষক-মজদুরদের অবস্থার বদল হচ্ছেনা' অভিযোগ তুলে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য, রাসায়নিক সার সহ কৃষি উপকরণের দাম কমানো, কালো বাজারি বন্ধ, কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম ২০০ দিন কাজ সহ ৬০০ টাকা বেতন সহ ১১ দাবিতে আন্দোলনে নামল অল ইণ্ডিয়া কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠন। সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন ওই সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্যরা মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ তাদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। পরে তাঁদের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছে সুনির্দিষ্ট দাবিপত্র তুলে দেন। অল ইণ্ডিয়া কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, কৃষি প্রধান জেলা হিসেবেই চিহ্নিত বাঁকুড়া। কিন্তু পর্যাপ্ত সেচের অভাবে এই জেলার দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমাংশে ঠিকমতো চাষাবাদ হয়না।

ফলে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত একটা বড় অংশের মানুষ ভিটে মাটি ছেড়ে ভিন জেলা বা ভিন রাজ্যে 'নামাল' খাটতে যেতে বাধ্য হন। ওই এলাকার নদী নালার জল অবাধে বয়ে যায়, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঁধ তৈরী করে ওই জল আটকে রাখতে পারলে জেলার কৃষিক্ষেত্রের চিত্রটাই বদলে যেতো। সঙ্গে কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ও কালোবাজারি তো আছেই। সুনির্দিষ্ট দাবিতে তাঁদের সংগঠন ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে এই আন্দোলন আগামী দিনে বৃহত্তর আকার নেবে বলে তারা জানান।

শহিদ মিনারের সভার প্রচারে ইমাম সংগঠন

মাফরুজা মোল্লা ● সোনারপুর

আপনজন: ওয়াকফ বিল বিরোধী কলকাতার শহীদ মিনারের সমাবেশ সফল করতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরেজেলা কর্মী সম্মেলন করলেন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।

এদিনের কর্মী সম্মেলন থেকে বলেন জেলা সম্পাদক আব্দুল হাকিম মোল্লা মঙ্গলবার কলকাতায় শহীদ মিনারে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছে। তাতে আমাদেরকে সকলের সমাবেশে যোগ দিতে হবে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে থেকে।এটা আমাদের বাঁচার লড়াই মসজিদ-মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ, খানকাহ কে বাঁচাতে হবে। এটা আমাদের ঈমানী লড়াই। এই লড়াই আমাদেরকে শক্তভাবে আইনি প্রক্রিয়া মেনে লড়াই করতে হবে।এবং এ আন্দোলন চলবে যতদিন না পর্যন্ত।এই বিল বাতিল কালা কানুন বাতিল করছে ততদিন পর্যন্ত। এ আন্দোলন আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্র সরকার মুসলিমদের অকাপ সম্পত্তি দখল করার যে প্রয়াস চালাচ্ছে। একের পর এক যেভাবে একটা দেশকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই দেশকে রক্ষা করার জন্য হিন্দু, মুসলমান, শিখ ই সাই সবাই। একসঙ্গে কাঁদে কাঁদে রেখে। এই লড়াই শামিল হতে হবে।এদিনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি মাওলানা জিয়াউল হক লস্কর, ভাইস চেয়ারম্যান মোস্তাফিজ হাশমি, সভাপতি আবু সুফিয়ান জেলা সম্পাদক আব্দুল হাকীম মোল্লা জেলা সম্পাদক আব্দুল হাকিম মোল্লা প্রমুখ।

সৌম্য বসুর বই প্রকাশের সূচনায় একরামুল হক শেখ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে লেখক সৌম্য বসুর অতি গুরুত্বপূর্ণ "ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলমান" বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক একরামুল হক শেখ। ৪০০ পৃষ্ঠার বইটিতে লেখক দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানদের মজবুত ঐক্য তুলে ধরেছেন। পুস্তকটি দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অকাট্য একটি দলিল হিসাবে কাজ করবে বলে লেখক মনে করেন। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থকার আলিমুজ্জামান ও ডাক্তার নুর মোহাম্মদ সহ অনেকেই।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'দেখা' করতে গিয়ে আটক 'সর্বস্বান্ত' ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার সন্ধ্যায় নবান্ন সভা ঘরের সামনে হঠাৎ হইচই পরে যায় পুলিশ মহলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে নবান্নের সভা ঘরের কক্ষে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন এক ব্যক্তি। বেশ কিছুক্ষণ নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে তর্ক - বিতর্ক হয় তার। শেষ পর্যন্ত হাওড়া জেলার শিবপুর থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য সচিবালয় নবান্নে এক যুবক হঠাৎ হাজির হন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে সভা ঘরের সামনে চলে যান। জেদ করতে থাকেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেনই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আগাম বৈধ অনুমতি নিতে হয়। তা তার কাছে ছিল না। পুলিশ জেরা করে জানতে পারে ওই যুবকের নাম শেখ সমীরুল। বয়স ৩৫ বছর। থাকেন হাওড়া জেলার বাঁকড়া এলাকায়। তুমি ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। বেশ কিছুক্ষণ নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর তাকে শিবপুর থানার অফিসাররা এসে থানায় নিয়ে যায়। ওই একটু জানান তিনি কাপড়ের ব্যবসায়ী। লক ডাউনের সময় থেকে তার ব্যবসায় মন্দা শুরু হয়। তারপর থেকে সে আর লাভের মুখ দেখেনি। অন্যদিকে তার আর্থিক মন্দার জন্য তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তার সাংসারিক জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। এসব নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে যান। পুলিশ অফিসাররা ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে বোঝেন যে সে মানসিক অবসাদে ভুগছে। এরপরই শিবপুর থানার অফিসাররা ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যায়। কারণ তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োজন আছে। সোমবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক ছিল। সেই বৈঠক শেষ হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন সমীরুল। কিন্তু তার সেই ইচ্ছে আপাতত বাস্তবে রূপ নেয় নি। এদিকে সোমবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক ঘিরে ছিল আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সেই নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে ওই ব্যক্তি কিভাবে নবান্ন সভাঘরের সামনে পৌঁছে গেলেন তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। ওই ব্যক্তির হাতে বেশ কিছু কাগজপত্র ছিল। ওই ব্যক্তি পুলিশকে জানায় সে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে টাকা চাইতে এসেছে আবার ব্যবসা করবে বলে। শিবপুর থানার পুলিশ অফিসাররা বুঝতে পারেন যে ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন। তাই তাকে থানায় নিয়ে যায়।

শিক্ষার উন্নয়নে সাত্তার ও তাজমুলকে প্রস্তাব পেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা আবদুস সাত্তার এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন 'পশ্চিমবঙ্গ তৃনমূল মাদ্রাসা টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিরা। সোমবার কলকাতা মহাকরণে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা বাম আমলের বিশিষ্ট মন্ত্রী আবদুস সাত্তারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে মাদ্রাসার মানউন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব লিখিত আকারে পেশ করা করা হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের সংখ্যালঘু প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন মহাকরণে না থাকায় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওই প্রস্তাব পত্র প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংগঠনের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ান পাইক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ তৃনমূল মাদ্রাসা টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার হাই মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসা, এমএসকে মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা মহাকরণে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা মাননীয় আবদুস সাত্তার এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু প্রতিমন্ত্রী মাননীয় তাজমুল হোসেনের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে সরকারি এবং আন-এডেড মাদ্রাসার বিভিন্ন সমস্যা, মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। তাঁরা আমাদের প্রস্তাব গুলি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।' সংগঠনের পক্ষ থেকে এ দিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন চম্পক নাগ, শম্পা পাত্র, কুতুব আখতার, রুকসানা হোসেন, রেজাউল ইসলাম খান, আলমগীর সরদার, ইয়ারব গাজী, সদরুল আমিন প্রমুখ।

মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ দিন অন্যতম প্রস্তাব সমূহের মধ্যে জানানো হয় 'রাজ্যের হাই, জুনিয়ার হাই, সিনিয়ার ও ইংরাজী মাধ্যম মাদ্রাসাতে শূন্যপদ পূরণের জন্য মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দ্রুত ফল প্রকাশ হলে ভালো হয়। পঠন পাঠনের স্বার্থে নতুন নিয়োগও জরুরী । এমএসকে গুলিতে শূন্যপদ পূরণের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন প্রয়োজন । মাদ্রাসাগুলিতে গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের জন্য যাতে দ্রুত জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় সে বিষয়ে আমরা আশাবাদী। আইসিটির মাধ্যমে সব মাদ্রাসাগুলিতে যাতে কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করলে ছাত্র-ছাত্রীদের আরও সুবিধা হবে বলে আমরা মনে করি।'

দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষা দিয়ে চলেছে আল আযহার ইসলামিক মিশন

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: দ্বীনি ও দুনিয়াবি একটি আদর্শ আধুনিক, ইসলামিক ও কুরআন হিফয এর নির্ভরযোগ্য এবং সম্পূর্ণ ইসলামিক ভাবাদর্শে শিশু শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান আল আযহার ইসলামিক মিশন।

কালিয়াচকের মাটিতে শতশত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিড়ে ইসলামিক ও জেনারেল শিক্ষার অনন্য নিদর্শন এই আল আযহার ইসলামিক মিশন যা কালিয়াচকের শেরশাহী জামিয়ানিগরে একেবারে সড়কের ধারেই অবস্থিত। এখানে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী ও হিফয বিভাগ পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়। শিক্ষার্থীরা আজকাল যে শিক্ষার পিছনে ছুটে চলেছে তা হল পুঁথিগত বিদ্যা। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার সার্টিফিকেট আদৌ কি প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলছে? অনেক অভিভাবকদের ধারণা তাদের সন্তানরা শুধুমাত্র নামকরা ফলাফল পেলেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। নীতিবিবর্জিত বিদ্যা অর্জন প্রকৃত শিক্ষা নয়। আরও লক্ষ করা যায়, যেসব পাঠ্যপুস্তক থেকে ছাত্রছাত্রীরা যে জ্ঞান অর্জন করছে তা শুধুমাত্র সার্টিফিকেট নিয়ে ভালো একটা চাকুরি ও পেশায় নিযুক্ত হওয়ার আশায়। কিন্তু আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য তা নয়; উপলব্ধি করা জ্ঞান বিদ্যা নিজের মধ্যে প্রয়োগ করার নামই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে শিক্ষা। নিজেকে জানা ও নিজের মধ্যে আদর্শ মূল্যবোধ তৈরি করা এবং সমাজে প্রসারিত করা। এখনকার মানুষ যেন যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। অনুভূতিহীন এক রোবটে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক সম্পর্ক মেলবন্ধন গুলো একেবারে শিথিল হয়ে গেছে। একই পরিবারে থেকেও একে অপরের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই বললেই হয়। সামাজিক পরিকাঠামো বা আত্মীয়তার সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে মানুষ। প্রকৃত শিক্ষা একটা জাতির সমাজ ও সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। অতএব আমাদের সুন্দর একটা জাতি উপহার দেওয়ার জন্যে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একান্ত প্রয়োজন। বহু ডিগ্রীলাভ করে কত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, পুলিশ সহ বড়ো বড়ো অফিসের মতো কর্মকর্তা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি চাকুরি করে কত বিশাল বিশাল বাড়ি গাড়ির পাহাড় বানাচ্ছে। কিন্তু সেই বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের ঠায় হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। তাহলে এত বড়ো বড়ো ডিগ্রী অর্জনের কী প্রয়োজন? যেখানে মনুষ্যত্বই হারিয়ে যাচ্ছে। আল-আযহার ইসলামিক মিশনের সম্পাদক আবু তাহের বলেন, বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে অবশ্যই আধুনিকতার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ডকে উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে আমাদের এই প্রচেষ্টা। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি স্তরে ঘুষ-দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তার একটাই কারণ আমরা যা শিখছি নিজের মধ্যে ধারণ করছি না। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি না। ডিগ্রির সার্টিফিকেট ও সফলতার পিছনে ছুটছি। তাই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের ভিত্তি স্থাপন মজবুত করছি, যাতে সহজে ভেঙে না যায়। এছাড়া নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। মানবিক মূল্যবোধের বেশি বেশি চর্চা করলে জাতি ভেদাভেদ দূর হবে এবং সুন্দর কল্যাণকর রাষ্ট্র তৈরি হবে।

ওয়াকফ বিল মানা সম্ভব নয়: সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● পূর্ব বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের করজগ্রাম মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামার মজলিশে মুন্তাজিমার সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল কর্মী সম্মেলন। কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনতে চাইছে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর কলকাতায় প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেছে। সেই সভায় সকলকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সসরকার মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান ও খানকাহ দখলের জন্য আইন আনতে চলেছে। যা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের নিজস্ব ধর্মীয় বিষয় যা ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত। দেড়হাজার বছর ধরে ওয়াকফের নির্দেশিকা চলে আসছে। প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলে বিতর্কিত বিষয় রাখা হয়েছে যার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের আপত্তি রয়েছে। এই বিলে ওয়াকফ বিষয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সরকারি সংস্থাকে চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের নামান্তর। কলকাতায় সভার যাওয়ার জন্য জমিয়ত যে গাইড লাইন তৈরি করে দিয়েছে সেই গাইড লাইন মেনে সকলকে যেতে হবে। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম, মাওলানা আবুল কাসেম, মাওলানা আরিফুল্লাহ চৌধুরী, মাওলানা ইমতিয়াজ আলী, মাওলানা বদরুল আলম, মাওলানা আনিসুর রহমান, মাওলানা আব্দুল হাকিম, মুফতি জুবাইর হোসেন, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মুফতি বাহাউদ্দিন প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা রহমতুল্লাহ চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল হালিম, মুফতি রাইহানুল ইসলাম, মাওলানা খলিলুর রহমান সহ জেলা জমিয়তে উলামার দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা।

শিশুদের জন্য পার্কের সূচনা ডালখোলায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলা পৌরসভা সোমবার একটি উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে চিহ্নিত করল। শহরের শিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগে চিলড্রেন পার্ক নির্মাণের শুভ শিলান্যাস করা হলো। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার আর্থিক বরাদ্দে নির্মিত হতে চলেছে এই পার্ক, যা শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন হবে।

করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল নারকেল ফাটিয়ে এই প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার, কাউন্সিলর গোপাল রায়, রাকেশ সরকার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। শুধু পার্ক নয়, শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে পৌরসভা। ডালখোলা হাই স্কুল থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুপাশে ফুটপাত নির্মাণ কাজেরও শুভ সূচনা করা হয়। পেপার ব্লক দ্বারা তৈরি এই ফুটপাত পথচারীদের জন্য চলাচলে আরও সুবিধাজনক হবে। অনুষ্ঠানটির একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন পরিবর্তন।

সংবর্ধনা সভা, দোয়ার মজলিস ঘুটিয়ারি শরীফে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরীফ শ্রীনগর কাজীপাড়ায় মোজাদ্দেদিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মাদ্রাসার উদ্যোগে এদিন সংবর্ধনা সভা ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এই সংবর্ধনা সভায় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি হাফেজ মাওলানা ইমাম মোয়াজ্জিন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সংবর্ধিত করেন এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মাহফুজুর রহমান মাওলানা নজরুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম, হাফেজ আবু বক্কার হাফেজ ক্বারী মজিবুর রহমান প্রমুখ। ঘুটিয়ারি শরীফ নারায়ন পুর অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া এলাকা শ্রীনগর কাজীপাড়া। এই শ্রীনগর গাজী পাড়াকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে মাদ্রাসার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা শওকাত গাজী, শওকাত গাজী বলেন আমাদের গ্রাম শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তাঘাট পানীয় জল সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে ছিল ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের সঙ্গে নিয়ে অভাবী দূর করতে শিক্ষার আলোত আলোকিত করার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

পঞ্চায়েতে বিলি না হওয়া সরকারি দ্রব্যসামগ্রী উদ্ধার!

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পঞ্চায়েত সদস্যরা একত্রিত হয়ে অভিযোগ জানানোর পর কঙ্কালী পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেন নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েতে বিলি না হওয়া সরকারি দ্রব্য খতিয়ে দেখেন। বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ জানতে পারেন যে বেশ কিছু সরকারি অনুদান পঞ্চায়েতে দীর্ঘদিন পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি সোমবার সেখানে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিলি না হওয়া পঞ্চায়েতের সরকারি দ্রব্যাদি বের করা হয় । সে গুলির মধ্যে বেশ কিছু কম্বল, ভুট্টার বীজ, মুসুর ডালএমনকি বেশ কিছু শাড়ি মজুদ ছিল পঞ্চায়েতে সেগুলি জনসাধারণকে দেওয়া হয়নি। তাই সেগুলি বের করে বিলি ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে জানান। এর দায়ী আমাদের কে নিতে হবে। যে বা যারা দায়িত্বে ছিল তারা ভুল পথে চালিত হয়েছে কিন্তু আগামী দিনে এধরনের কাজ হবে না বলে জানান সভাধিপতি কাজল সেখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লঞ্চ থেকে পড়ে হুগলি নদীতে তলিয়ে গেল যুবক

নকিব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে হুগলি নদীতে ঝাঁপ যাত্রীর। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ডায়মন্ড হারবার কলেজ পাড় এলাকায়। নিখোঁজ যাত্রীর খোঁজে তল্লাশি প্রশাসনের। প্রশাসন সূত্রে জানা যায় জানাযায়,ডায়মন্ড হারবার থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চ কুকড়াহাটির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বেশ কিছুটা দূরে যাওয়ার পর হুগলি নদীতে ঝাঁপ দেন লঞ্চে থাকা এক যাত্রী। তড়িঘড়ি আশেপাশের নৌকা ও লঞ্চ নিয়ে খোঁজাখুঁজি করলেও হুগলি নদীতে তলিয়ে যায় ওই যুবক। প্রশাসনের পক্ষ থেকে হুগলি নদীতে চলছে তল্লাশি অভিযান। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী ও ডায়মন্ডহারবার পুর প্রশাসনের কর্তারা। ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি ও ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস গঙ্গা বক্ষে ঘুরে দেখেন মহাকুমার শাসকের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের টিম লঞ্চ নিয়ে জলপথে ঘুরে দেখেন নদীতে দু'ঘণ্টা তল্লাশি করেও ওই নিখোঁজ যুবকের কোন খোঁজ মেলেনি। ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস বলেন ওই যুবকের কোন খোঁজ মেলেনি। পরিচয় ও মেলেনি।

লেপের তুলো ধুনাই মেশিনে মৃত্যু যুবকের

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: কথায় আছে, মৃত্যু কখনো বলে কয়ে আসেনা। এবার যেন এ বাক্যই সত্যি হয়ে উঠল। হ্যাঁ, বাবা ছেলে দুজনে মিলে তুলে ধুনাই এর কাজ করে। আর সেই সূত্রেই কিছু টাকা জমিয়ে তুলো ধুনাইয়ের একটি মেশিন ক্রয় করেন গত রবিবার। কিন্তু সেই মেশিনে তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। সোমবার সাতসকালে সেই নতুন মেশিনে তুলোধুনাই এর কাজ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে মাথা আটকে যায় এবং মাথার অর্ধেক খুলি মগজ সহ চারিদিকে ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে পড়ে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় সোমবার অনুমানিক সকাল ৯ টায় জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের কাঠালগুড়ীর মহুয়াতলা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ বাবু তাদের বাড়িতে বাবা ছেলে দুজনে মিলে লেপের তুলো ধুনাইয়ের কাজ শুরু করেছিল হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পান এসে দেখেন মেশিনে বেশি পরিমাণে লোড থাকার কারণে মেশিনটি ব্লাস্ট করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তুলো ধুনাইকারি যুবক আজাদ আলীর বয়স ২৫ বছর। এলাকাবাসী তড়িঘড়ি খবর দেয় ক্রান্তি থানায় ক্রান্তি থানার প্রশাসন এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। ওই এলাকার বাসিন্দা তবিবর রহমান জানান মৃত ছেলেটির নাম আজাদ আলী তারা লেপ তোষক বালিশ ইত্যাদি তৈরি করে এই শীতের মৌসুমে। এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন, তাদের প্রকৃত বাড়ি সম্ভবত বিহারে এবং তারা ওদলাবাড়িতে ভাড়া বাসায় থেকে বিভিন্ন জায়গায় লেপ-তোষক তৈরি করেন। তিনি আরো জানান তারা আজকে সকাল বেলা তাদের বাড়িতে সোমবার সকাল বেলা চারজন কাজ করতে আসে সাথে ছিলেন বাবা এবং আরো দুইজন শ্রমিক। এদিকে ঘটনার কথা চড়াও হতেই ঘটনাস্থলে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে যায় এবং সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেন।

ফ্রান্সের ‘আসল রূপ’, ইসরায়েলের চমক আর হলান্ডের আরেকটি হ্যাটট্রিক

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা নেশনস লিগে গতকালের রাতটি ছিল ঘটনাবহুল। দীর্ঘদিন পর তৃপ্তি পাওয়ার মতো এক জয় পেয়েছে ফ্রান্স। দুঃসময়ের বৃত্তে থাকা বেলজিয়ামের যন্ত্রণা বেড়েছে ইসরায়েলের কাছে হেরে। নরওয়ের হয়ে হ্যাটট্রিক করে রাতটা রাঙিয়েছেন আর্লিং হলান্ড। ফুটবলময় এই রাতের শুরুটা হয়েছিল প্রতিবেশী আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৫-০ গোলের জয় দিয়ে। ইতালিকে গ্রুপের শীর্ষস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের ‘আসল রূপ’ দেখিয়েছে ফ্রান্স। লিগ ‘এ’-এর গ্রুপ ২-এর ম্যাচে আদ্রিয়েঁ রাবিওর জোড়া গোলে ফ্রান্সের জয় ৩-১ গোলে। সান সিরোর চেনা পরিবেশে ম্যাচের ২ মিনিটেই রাবিওর গোলে পিছিয়ে পড়ে ইতালি। স্বাগতিকদের বিপদ আরও বাড়ে ৩৩ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে। তবে ৩৫ মিনিটে আন্দ্রেয়া কাম্বিয়াসোর গোলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয় ইতালি; যদিও শেষরক্ষা হয়নি। বিরতির পর ম্যাচের ৬৫ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করে ফ্রান্সের জয় নিশ্চিত করেন রাবিও। এ জয়ের পর ৬ ম্যাচ শেষে ইতালি ও ফ্রান্সের পয়েন্ট সমান ১৩ করে। তবে গোল-পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় ফ্রান্সের অবস্থান শীর্ষে।
জোড়া গোলে দলকে দারুণ জয় এনে দেওয়ার পর রাবিও বলেছেন, ‘অনেক দিন পর আমরা এমন পারফরম্যান্স দেখালাম। দল যেভাবে লড়াই করেছে ও নিবেদন দেখিয়েছে, তা আলাদাভাবে উল্লেখ করার মতো। এটাই ফ্রান্সের আসল রূপ।’ সান সিরোর ৬৮ হাজার দর্শকের সামনে ইতালির পারফরম্যান্স বেশ হতাশাজনক ছিল। নেশনস লিগজুড়ে দারুণ খেলতে থাকা দলটিকে এই ম্যাচে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ম্যাচ শেষে ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি বলেছেন, ‘আজ (গত রাতে) আমাদের খেলায় মানের অভাব ছিল। আমরা যেভাবে খেলেছি, সেটা ভালো ছিল না। বল পায়ে অনেক ভুলও করেছি।’
হঠাৎ দেখলে কারও মনে হতে পারে, এটা কি সেই বেলজিয়াম, যারা তিন বছর আগেও ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিল! দুঃসময় কাটাতে থাকা বেলজিয়াম এবার হেরেছে শক্তি-সামর্থ্যে অনেক পিছিয়ে থাকা ইসরায়েলের কাছে। ফ্রান্সকে আগের ম্যাচে রুখে দেওয়া ইসরায়েল বুদাপেস্টে কাল বেলজিয়ামকে হারিয়েছে ১-০ গোলে। ম্যাচজুড়ে বল দখলে আধিপত্য বিস্তার করেও গোলের দেখা পায়নি বেলজিয়াম। উল্টো ৮৬ মিনিটে ইয়ারদেন সুহার একমাত্র গোলে ইসরায়েল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।
বেলিজয়ামকে হারিয়ে চমক দেখালেও ইসরায়েলের তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। অবনমিতই হতে হচ্ছে তাদের। বেলজিয়ামের অবনমন নিশ্চিত করতে হলে গতকাল রাতে তাদের জিততে হতো ৩-০ গোলে। সেটা না হওয়ায় লিগ ‘এ’-এর গ্রুপ ২-এ তলানিতেই থাকতে হচ্ছে ইসরায়েলকে। অন্যদিকে বেলজিয়ামকে আগামী মার্চে খেলতে হবে রেলিগেশন প্লে-অফে। বেলজিয়াম যত দ্রুত সম্ভব দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে চাইবে। এ নিয়ে টানা ৫ ম্যাচ জিততে ব্যর্থ হলো ইউরোপের শক্তিশালী দলটি। হলান্ডের আরেকটি হ্যাটট্রিক এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। আর্লিং হলান্ডের হ্যাটট্রিক তো নৈমত্তিক ব্যাপারই। তবে এবার হলান্ড হ্যাটট্রিক করেছেন জাতীয় দলের হয়ে। ম্যানচেস্টার সিটির এই তারকা স্ট্রাইকারের হ্যাটট্রিকে কাজাখস্তানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নরওয়ে। এ জয়ে লিগ ‘বি’-এর গ্রুপ ৩-এ শীর্ষেই থাকল নরওয়ে। পাশাপাশি এ জয়ে লিগ ‘এ’তেও উঠে এসেছে নরওয়ের।

সন্তোষ ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশকে গোলের মালা পরাল বাংলা

আপনজন ডেস্ক: সন্তোষ ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশকে গোলের মালা পরাল বাংলা। সন্তোষ ট্রফির প্রথম ম্যাচে ঝাড়খণ্ডকে ৪-০ উড়িয়ে দেওয়ার পর সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে ৭-০ উড়িয়ে দিল বাংলা।
২ ম্যাচে ১১ গোল করে গ্রুপের শীর্ষে বাংলা। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখালেন রবি হাঁসদা, মনোতোষ মাঝি, চাকু মাণ্ডি, আবু সুফিয়ান শেখ, অয়ন মণ্ডলরা। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৪ গোল করলেন রবি। মনোতোষ করেন ৩ গোল। প্রথমার্ধের শেষে ৫-০ এগিয়েছিল বাংলা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ২ গোল হয়। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের লক্ষ্যে খুব বেশি ঝাঁপাননি বাংলার ফুটবলাররা। তাঁরা বেশিরভাগ সময় নিজেদের পায়ে বল রেখে খেলার চেষ্টা করছিলেন। এর সুযোগ নিয়ে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করছিল উত্তরপ্রদেশ। বাংলার রক্ষণে কিছু ফাঁকফোকরও তৈরি হয়েছিল। তবে উত্তরপ্রদেশের পক্ষে গোল করা সম্ভব হয়নি। ফুটবলে বাংলার ধারেকাছে নেই উত্তরপ্রদেশ। ফলে বাংলার ৭ গোলে জয় প্রত্যাশিত। এদিন ম্যাচের প্রথম গোল করেন রবি। এরপর জোড়া গোল করেন মনোতোষ। বাংলার হয়ে চতুর্থ গোল করেন রবি। দলের পঞ্চম গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন মনোতোষ। দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেন রবি। দল বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক ফুটবলার বদল করেন বাংলার প্রধান কোচ সঞ্জয় সেন। তিনি গোলকিপার সৌরভ সামন্তকে তুলে আদিত্য পাত্রকেও মাঠে নামান। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পাওয়ায় বাংলার ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে।
বেশ কিছুদিন হল কোনও বড় দলের কোচ হিসেবে সঞ্জয়কে দেখা যাচ্ছে না। তবে তাঁর কোচিংয়ে বাংলা দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে। গ্রুপের শীর্ষে থেকেই নক-আউটের যোগ্যতা অর্জন করতে চলেছে বাংলা। নক-আউটেই সঞ্জয় ও তাঁর দলের ফুটবলারদের আসল পরীক্ষা।

কোহলির কাছে অস্ট্রেলিয়ায় আরেকটি সেঞ্চুরি চান ‘চরম শত্রু’ জনসন

আপনজন ডেস্ক: এ জগতে তাহলে ‘শত্রু’র ভালো চাওয়ার মানুষও আছে! সেটাও আবার নিজের দেশের বিপক্ষে। গল্পটা অস্ট্রেলিয়া-ভারত ক্রিকেট লড়াই এবং মিচেল জনসন ও বিরাট কোহলির। একটা সময় মাঠে কী ভয়ানক ‘শত্রুতা’ই না ছিল জনসন-কোহলির। ২০১৪-১৫ মৌসুমের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে মাঠে দুজনের বিতণ্ডা চরমেই পৌঁছেছিল। পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ফাস্ট বোলার বিরাট কোহলির ভালো চাইছেন। সেটাও আবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবারের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে। কী সেই ভালো চাওয়া? সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান যেন অস্ট্রেলিয়ায় আরেকটি সেঞ্চুরি করেন! আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান কোহলি সাম্প্রতিক সময়ে টেস্ট ক্রিকেটে যেন নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন।
টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ২৯টি সেঞ্চুরি, কিন্তু সর্বশেষ চার বছরে মাত্র দুটি। এ নিয়ে ‘আইসিসি রিভিউ’তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তবে জনসন যেন সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাইলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোহলির পারফরম্যান্স বরাবরই ভালো। ১১৮ টেস্ট খেলে করা ২৯টি সেঞ্চুরির ৬টিই তিনি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, সেটাও ১৩ টেস্টে। কোহলির ক্যারিয়ার গড় ৪৭.৮৩, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটা ৫৪.০৮। বয়স হয়ে গেছে ৩৬, এটাই হয়তো কোহলির শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে যাচ্ছে। জনসন চাইছেন, অস্ট্রেলিয়ায় শেষটা রাঙিয়ে দিন কোহলি। দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকায় এক কলামে জনসন লিখেছেন, ‘৩৬ বছর বয়সীর এটাই হয়তো শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে সে ভালো করেছে। সম্প্রতি সে সেরা ছন্দে নেই এবং প্রচুর ভারতীয় সমর্থকের উপস্থিতিতে এখানে আবার পারফর্ম করার জন্য চাপে থাকবে।’ জনসন এরপর যোগ করেন, ‘দেখি, পরিস্থিতি তাকে আরও দৃঢ় করে, নাকি অতিরিক্ত চাপ হয়ে আসে। এখন একজন ভক্ত হিসেবে খেলা দেখছি, হয়তো আমি অস্ট্রেলিয়ায় আরেকটি সেঞ্চুরি করতে দেখতে চাইব। এক দশক আগে হয়তো তার শত্রু ছিলাম, এখন তো নয়।’

টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হোয়াইটওয়াশ পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: আগের দুই ম্যাচে হেরে এমনিতেই মনোবল খুঁইয়েছিল পাকিস্তান। অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানের বিশ্রাম এবং আবারো কোচের পরিবর্তন- ইত্যাদি আলোচনার প্রভাব পড়লো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ ম্যাচেও। ম্যাচের ৫২ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটের বড় জয় তুলে নিয়েছে অজিরা। ২২ বছর পর অজিদের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জিতে উড়তে থাকা পাকিস্তান টি-টোয়েন্টিতে হোয়াইটওয়াশ হলো কোনো প্রতিরোধ না দেখিয়েই। সোমবার সিরিজের শেষ ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক রিজওয়ানকে বিশ্রাম দেয়া হলে আগা সালমান দলের নেতৃত্ব দেন। ব্যাটিংয়ে নেমে সিরিজের অন্য ম্যাচের মতোই পাকিস্তানের টপঅর্ডার ভেঙে পড়ে দ্রুত। ১৮.১ ওভারে ১১৭ রান তুলেই অলআউট হয় ‘মেন ইন গ্রিন’। অ্যারন হার্ডি ও অ্যাডাম জাম্পার বোলিং ভেলকিতে টেস্ট স্টাইলে ব্যাট করতে দেখা যায় পাকিস্তানকে। ১১৮ রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতেই উইকেট হারান ম্যাট শর্ট। এরপর বেগ পেতে হয়নি অজিদের। মার্কাস স্টয়নিসের ২৭ বলে ৫ চার ৫ ছক্কায় অপরাজিত ৬১ রানের ইনিংস সহজেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেয় অজিদের। ৩ ম্যাচেই দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে ম্যান অব দ্য সিরিজ হন স্পেন্সার জনসন। শনিবার সিডনিতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১৩ রানে জেতে অস্ট্রেলিয়া। সে ম্যাচে ২৬ রানে ৫ উইকেট নেন জনসন। অজিদের হয়ে সবচেয়ে কম রানে ৫ উইকেট নেয়া পেসার এখন জনসন। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২৯ রানে জেতে অস্ট্রেলিয়া। সে ম্যাচে তিনি ২৯ রানে ১ উইকেট নেন। আর শেষ ম্যাচে নিলেন ২৪ রানে ২ উইকেট।

গলসির পুরসায় ফুটবল খেলার সেমিফাইনালে উঠল জৌগ্রাম

আজিজুর রহমান● গলসি
আপনজন: পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের দ্বিতীয় দিনের খেলায় জয়ী হলো জৌগ্রাম ফুটবল কোচিং সেন্টার। এদিন তারা ৩-১ গোলে রানাডি সাকিব ও তাসরিন একাদশকে পরাজিত করে। জানা গেছে, গত ১৫ নভেম্বর পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের আয়োজনে শুরু হয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা। যেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। এদিনের খেলায় জৌগ্রাম ফুটবল কোচিং সেন্টার ও রানাডি সাকিব এন্ড তাসরিন একাদশ মুখোমুখি হয়। ম্যাচের ১২ মিনিটে জৌগ্রামের বরুন মান্ডি প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। এরপর ১৭ মিনিটে রাম টুডু একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ান। খেলার ১৯ মিনিটে মিলন মান্ডি দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন। প্রথম অর্ধে খেলার ফলাফল ছিল ৩-০। দ্বিতীয় অর্ধে রানাডির খেলোয়াড়রা ম্যাচের গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেন এবং খেলার ২৩ মিনিটে জীবন টুডু একটি গোল পরিশোধ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে তারা ব্যবধান কমাতে ব্যর্থ হয়।খেলার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন জৌগ্রামের বরুন মান্ডি।

হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হলো অল বেঙ্গল মিডিয়া ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া
আপনজন: অল বেঙ্গল মিডিয়া ক্রিকেট লিগের (All Bengal Media Cricket League) ফাইনালে বারুইপুর প্রেস ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেদিনীপুর একাদশ (Midnapore)। হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সাংবাদিকদের এই ক্রিকেট লিগে অংশ নিয়েছিল ৯টি দল। একমাত্র মহিলা খেলোয়ার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঞ্চালিকা মৌপ্রিয়া নন্দী। তিনি হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের হয়ে মাঠে নামেন।আরও পড়ুনঃ মেট্রোতে তুলকালাম কান্ড! যুবককে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মার যাত্রীদের রবিবার হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের আয়োজনে একদিনের দিবারাত্রব্যাপী অল বেঙ্গল মিডিয়া ক্রিকেট লিগ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ৯টি মিডিয়া টিম হল- কলকাতা স্পোর্টস রিপোর্টাস একাদশ, আলিপুর প্রেস ক্লাব, পশ্চিম বর্ধমান প্রেস ক্লাব, বারুইপুর প্রেস ক্লাব, পূর্ব মেদিনীপুর প্রেস ক্লাব, উলুবেড়িয়া প্রেস ক্লাব, ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, মেদিনীপুর একাদশ এবং হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাব। রবিবার সকাল ১০টায় শুরু হয় খেলা। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার, মন্ত্রী অরূপ রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক বিশ্ব মজুমদার, গৌতম ভট্টাচার্য প্রমুখরা।টুর্নামেন্টের প্রথম খেলায় অংশ নেয় কলকাতা স্পোর্টস রিপোর্টাস একাদশ ও উলুবেরিয়া প্রেস ক্লাব। অংশগ্রহণকারী ৯টি দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল ২টি করে ম্যাচ খেলে। গ্রুপ শীর্ষে থাকা তিনটি দল সরাসরি সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে। বাকি দলগুলির মধ্যে একটি দল রানরেট ও লটারির মাধ্যমে অংশ নেয়। মেদিনীপুর একাদশ ফাইনালে বারুইপুর প্রেস ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

প্রেসিডেন্ট হয়ে গার্দিওলাকে ব্রাজিলের কোচ বানাতে চান রোনালদো

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে নিজেদের ইতিহাসের অন্যতম বাজে সময় পার করছে ব্রাজিলের ফুটবল। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পরপরই ব্রাজিলের কোচের পদ ছাড়েন তিতে। এরপর নতুন কোচের জন্য লম্বা সময় অপেক্ষায় থাকতে হয় ব্রাজিলকে। সেলেসাওদের প্রত্যাশা ছিল অন্তবর্তীকালীন কোচ ফার্নান্দো দিনিজকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়ে কোপা আমেরিকার আগে কার্লো আনচেলত্তিকে নিয়োগ দেবে। পাকা কথাও নাকি সেরে ফেলেছিল দুই পক্ষ। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) অভ্যন্তরীণ সংকটের জেরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন আনচেলত্তি এবং রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গেই চুক্তি নবায়ন করেন। সে সময় অনেকটা আকস্মিকভাবে দৃশ্যপটে আসেন দরিভাল জুনিয়র। শুরুটা ইতিবাচক হলেও দ্রুতই ধারাবাহিকতা হারায় দরিভালের দল। কোপা আমেরিকা ব্যর্থতার পাশাপাশি বিশ্বকাপ বাছাইয়েও বেশ ধুঁকতে দেখা যাচ্ছে দলটিকে। একপর্যায়ে পয়েন্ট তালিকার ছয় নম্বরেও নেমে যায় ব্রাজিল। সর্বশেষ ভেনেজুয়েলার সঙ্গেও ব্রাজিল ড্র করেছে ১-১ গোলে। এমন পরিস্থিতিতে সামনের দিনগুলোয় ব্রাজিল আদৌ নিজেদের খুঁজে পাবে কি না, তা নিয়েও আছে সংশয়। আর ব্রাজিল দল যখন নানা সমস্যায় জর্জর, তখনই সামনে এসেছে নতুন এক

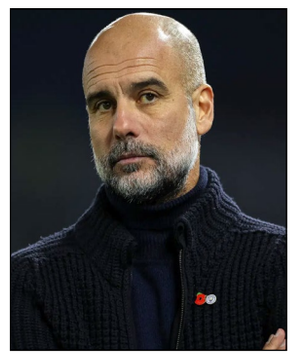

খবর। ২০২৬ সালে আমূল বদলে যেতে পারে ব্রাজিল দল। শুধু কোচের পদেই নয়, বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে সিবিএফের ভেতরেও। সংবাদমাধ্যম স্পোর্ট জানিয়েছে, ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিও নিজেই নাকি সিবিএফের সভাপতি হতে চান। পাশাপাশি তিনি কোচ হিসেবে দলে আনতে চান ইউরোপের প্রভাবশালী কোচ পেপ গার্দিওলাকে। রোনালদো সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ক্রুজেইরো মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর ছেড়ে দেওয়ার শেয়ার কিনেছে ব্যবসায়ী পেদ্রো লোরেন। এখন ‘দ্য ফেনোমেনন’খ্যাত রোনালদোর চোখ নাকি আরও বড় কিছুর দিকে। আগামী বছর সিবিএফের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তিনি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট এনদালদো রদ্রিগেজের মেয়াদ ২০২৬ সালের মার্চে শেষ হলেও সিবিএফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর। ধারণা করা হচ্ছে, রদ্রিগেজ আবারও নির্বাচনে দাঁড়াবেন। তবে রোনালদোও যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের লড়াইয়ে আসেন, তাহলে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়তে হতে পারে রদ্রিগেজকে। স্পোর্টের মতে, রোনালদো তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের সময় থেকেই ব্যবসা ও সামাজিক-রাজনৈতিক দুনিয়ায় নিজের নেটওয়ার্ক তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি বিচারিক ক্ষেত্রেও নাকি তাঁর ভালো যোগাযোগ আছে, যা নির্বাচনে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কাজ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে আলাদা দ্যুতির বিষয়টি তো রয়েছেই। এর আগে ২০১২ সালে সিবিএফের সভাপতি হতে চাওয়ার কথা বলেছিলেন রোনালদো। আর এখন সিবিএফের সভাপতি হলে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ব্রাজিলের কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলাকে নিয়ে আসা। ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে গার্দিওলার চুক্তির মেয়াদ এ মৌসুমের পরই শেষ হয়ে যাবে। বর্তমানে সিটির নড়বড়ে পারফরম্যান্সসহ নানা কারণে সিটির সঙ্গে গার্দিওলার চুক্তি নবায়ন নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। এর মধ্যে গার্দিওলাও একাধিকবার জাতীয় দলের কোচ হওয়ার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চান রোনালদো। স্প্যানিশ কিংবদন্তিকে নিয়ে আসতে চান ব্রাজিলে। এখন শেষ পর্যন্ত রোনালদো এ ইচ্ছেগুলো পূরণ হয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

আইপিএল নিলামে সাকিবের দল পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু

আপনজন ডেস্ক: গত আইপিএলের নিলামের ঘটনা। নিলাম কমিশনার ভারতের সুরেশ রায়নার নাম তুললেন। ডাকলেন বারবার। তবে একবারও সেই আওয়াজ চেন্নাই সুপার কিংসের টেবিল পর্যন্ত গেল না। যেন কোনো সম্পর্কই নেই! অথচ আইপিএলে চেন্নাইয়ের যে সাফল্য, তাতে মহেন্দ্র সিং ধোনির পর রায়নার অবদানই সবচেয়ে বেশি।
মি. আইপিএলখ্যাত সেই রায়নার পরিণতিই হয়েছে ‘কে সে’ ধরনের। সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি রান করা রায়নার ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকলে সামর্থ্য তলানির দিকে থাকাদের কী অবস্থা হতে পারে, ভেবে দেখুন তো একবার! বিদেশি ক্রিকেটারদের জন্য বিষয়টি আরও কঠিন। এবারের নিলামে সেই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। বাঁহাতি এ অলরাউন্ডারের বয়স ৩৭। এর চেয়ে বড় বিষয়, বর্তমানে সময়ে ক্রিকেটার সাকিবের পারফরম্যান্স। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া সাকিব সর্বশেষ ২৪ ইনিংসে ফিফটি করেছেন মাত্র ১টি। সেটা চলতি বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া বিশ্বকাপে কন্ডিশন ছিল স্পিনারদের জন্য সহায়ক। সেখানে ৭ ম্যাচে বল হাতে নিয়ে সাকিবের অর্জন ৩ উইকেট।
এবার দেখা যাক, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ছাড়াও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো খেলোয়াড় কেনার ক্ষেত্রে আর কী দেখে। সর্বশেষ আইপিএল ছিল রানবন্যার। ওভারপ্রতি রান উঠেছে ৯ রানের বেশি করে। যা আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ। স্বাভাবিকভাবেই ফ্র্যাঞ্চাইজির চোখ থাকবে কোন ক্রিকেটার ঘন ঘন সীমানা পার করতে পারবেন। নিশ্চয়ই এই বিবেচনায় সাকিব তালিকার ওপরের দিকে থাকবেন না। সেটা সাকিবের ক্যারিয়ারের সেরা সময় হলেও থাকতেন না। সাকিবের বোলিংয়েও আসলে সেই পুরোনো ধার নেই। সর্বশেষ যেবার সাকিব আইপিএল খেলেছেন, সেই ২০২১ সালে ৮ ম্যাচে উইকেট নিয়েছিলেন মাত্র ৪টি। আইপিএলে ব্যাটসম্যানদের কাছে খুব বেশি পাত্তা পান না তিনি। আর এখন তোর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ! এরই মধ্যে অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেডদের মতো ‘হাতুড়িপেটা’

ব্যাটসম্যানদের উত্থান ঘটে গেছে। এ ছাড়া আছে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের নিয়ম। এই নিয়মে বদলি হিসেবে নেমে ব্যাটিং-বোলিং দুটিই করেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার। এটি মূলত ভারতীয়দের মধ্যে থেকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**